বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

(২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

উপজেলা পরিষদ
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

www.shibganj.chapainawabganj.gov.bd

উপদেষ্টাঃ

সৈয়দ নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোহাঃ গোলাম কিবরিয়া
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোসাঃ শিউলী বেগম
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সম্পাদনায়ঃ

মোঃ আবুল হায়াত
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সম্পাদনা পরিষদঃ

মোঃ হারুন-অর-রশিদ
উপজেলা প্রকৌশলী, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

কারিগরী সহযোগিতায়ঃ

মোঃ সেলিম রেজা, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রকাশকাল ঃ

আগষ্ট ২০২১ খ্রিঃ।

প্রকাশক ও গ্রন্থস্বত্বঃ

উপজেলা পরিষদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

One Year Plan Book (AP 2022-23), Published by Shibganj Upazila Parishad, Shibganj, Chapainawabganj on August 2021.

সূচিপত্র

ক্র:	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১.	বাণী	৪-৫
২.	ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট	০৬
	২.১। বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য	০৬
	২.২। বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের কর্মপদ্ধতি	০৭
	২.৩। বার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা	০৭
৩.	উপজেলা পরিচিতি	০৮
	৩.১। উপজেলার পটভূমি	০৮-১১
	৩.২। স্বাধিনতাযুদ্ধ ও শিবগঞ্জ	১২-১৭
	৩.৩। আবহাওয় ও জলবায়ু	১৮
৪.	উপজেলার মানচিত্র	১৯
৫.	জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত	২০-২৬
৬.	বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম	২৭-৫১
৭.	উপজেলার পরিষ্থিতি বিশ্লেষণ	৫২-৫৫
৮.	রূপকল্প বিবরণী	৫৬-৫৮
০৯.	বার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ লক্ষ্য ও ফলাফল	৫৯-৬০
১০.	বার্ষিক পরিকল্পনার সার সংক্ষেপ	৬১-৬৬
১১.	বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা	৬৭-৭০

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সমূহের মধ্যে "উপজেলা পরিষদ" একটি অন্যতম স্তর। গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। জাতীয় সরকারের গ্রামভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে যোগ সূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে উপজেলা পরিষদ। জাতীয় সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছাড়াও নিজস্ব রাজস্ব আয় দ্বারা অনেক উন্নয়ন মূলক কাজ করে থাকে উপজেলা পরিষদ। এ ছাড়াও উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত ১৭টি বিভাগ এবং অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ উপজেলায় কর্মরত সকল এনজিও, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তত্বাবধান ও সমন্বয় করে থাকে নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ। সুতরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ একটি অপরিহায্য প্রতিষ্ঠান।

বার্ষিকী পরিকল্পনা বলতে আগামী বছরের লক্ষ্য নিয়ে তথ্য প্রযুক্তি সহ উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি ও কর্মকতা, সূশীল সমাজ সর্বোপরি সরকারের ইচ্ছার সুসমন্বিত সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাকে বুঝায়। এ ধরনের মেয়াদী সুসমন্বিত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ছাড়া একটি আদর্শ উপজেলা গঠন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে দেশ, জাতী ও জনগণের আশা আকাংখার সাথে তাল মিলিয়ে জনপ্রতিনিধি সহ সকলকে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহন ও সেবাদান করতে হবে।

শিবগঞ্জ উপজেলা বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিম সীমান্তবর্তী একটি অন্যতম বিশাল উপজেলা। জাতীয় উন্নয়নে আমাদের উপজেলা একটি সম্ভারনাময় উপজেলা। এ উপজেলায় রয়েছে গৌড় সভ্যতার স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ স্থলবন্দর। এ বন্দর দিয়ে আমদানী ও রফতানী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এটি একটি উন্মুক্তদ্বার। অর্থকরী আম ফসল এ উপজেলাতেই সবচেয়ে বেশী উৎপাদিত হয়। সোনামসজিদ স্থল বন্দর হতে জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ আম ও উৎপাদিত অন্যান্য ফসল দ্রুত সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য প্রতিটি গ্রাম পর্যন্ত মজবুত যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে উঠা প্রযোজন।

সকল দিক দিয়ে এই উপজেলাটিকে একটি আদর্শ উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে আমি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি। নির্বাচিত হওয়ার পর ২০২১ হতে শুরু করি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের কার্যক্রম। বই প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেন। ইতিমধ্যে সকল প্রস্তুতি সপন্ন হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ২০২২-২৩অর্থ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

সাধ্যমত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ও ঘাটতির জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। এ ব্যাপারে মূল্যবাদ পরামর্শ জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্য বাস্তবায়িত হলে উপজেলাবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হবে পাশাপাশি জাতীয় ও আঞ্চলিক অগ্রগতি ও সাধিত হবে। তাহলেই আমাদের পরিশ্রম স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

(সৈয়দ নজরুল ইসলাম)

মোঃ আবুল হায়াত

উপজেলা নির্বাহী আফিসার

শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

বর্তমানে উপজেলা পরিষদ বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যন্ত উন্নয়ন ও সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সর্বশেষ সংশোধিত) কার্যকর হয়েছে। এ আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের (কার্যক্রম বাস্তবায়ন) বিধিমালা ২০১০, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা ২০১০, উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা ২০১০, উপজেলা পরিষদ (চুক্তি সম্পাদন) বিধিমালা ২০১০, উপজেলা পরিষদ (সম্পত্তি হস্তান্তর, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা ২০১০, উপজেলা পরিষদের কর্মচারী (চাকুরী) বিধিমালা ২০১০ এবং উপজেলা পরিষদ (চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য ও মহিলা সদস্যগণের) ছুটি বিধিমালা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব বিধিমালা প্রণয়নের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনকল্যাণ অনেকটা নিশ্চিত হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৪২ ধারায় বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদ উহার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী পাঁচশালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে। জন আকাংখা ও জনগণের অংশগ্রহণ ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার উন্নতিকল্পে জনসম্পৃক্ততা তৈরি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় চাহিদা ও সমস্যা নিরূপন এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সর্বোপরি উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী এবং অধিকতর কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বিকল্প নেই।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডার গণকে সম্পৃক্ত করে কাঙ্খিত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ বই উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী, কার্যকর, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অবদান রাখার জন্য আমি জনপ্রতিনিধিগণসহ সকল কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ আবুল হায়াত

২.১। ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট:

বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করার নামই পরিকল্পনা। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এ কারনেই উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মূলত পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য করা হয়। কোন দায়িত্বগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারন করার সুবিধার্থে এটা করা বিশেষ প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রনয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্যে কোন কাজ কোন সময়ে করা হবে বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে তা সুনির্দিষ্ট করে দিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা এবং নিম্ন-উর্ধমূখী (bottom up approace) পদ্ধতি অনুসরন করলে প্রত্যাশিত উন্নয়ন তরান্বিত হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের সুষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা। এসকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শিবগঞ্জ উপজেলা খাতভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২.২ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য ঃ

শিবগঞ্জ উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার একটি বৃহৎ জনবহুল ও সম্ভাবনাময় উপজেলা। এখানকার জনগনের রয়েছে উন্নয়নে অংশগ্রহনের ইচ্ছা। একই সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন সম্পদ এবং সম্ভাবনা। বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে দিনযাপন করছে। কিন্তু জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় এদের প্রবেশাধিকার সীমিত। উপজেলা পরিষদের জনসাধারনের অবস্থাও সারা দেশের জনসাধারনের অবস্থা হতে ভিন্নতর নয়। অত্র এলাকার জনগনের দারিদ্র হ্রাসকরনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে উপজেলার বরাদ্ধকৃত অর্থ জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং প্রাধিকারের ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করা। বার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সর্বস্তরের জনসাধারনের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নগুলোর পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন;
- আপামর জনগনের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা;
- পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের কর্মপদ্ধতিঃ

শিবগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বইটি প্রস্তুত করার জন্য উপজেলা পরিষদের সকল স্তরের সদস্যদের সমন্বয়ে বেশ কয়েক বার আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। তৃণমূল পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি যাঁরা জনগণের সর্বপ্রকার চাহিদা অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সব কিছু ওয়াকিবহাল, তাঁদের অভিমত এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরে কর্মরত (বিশেষ করে উপজেলা পরিষদে ন্যস্তকৃত) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে বার্ষিক পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কতেক ধাপ অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বইটি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রথমত: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পরিষদের সভার অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটিতে সম্পদের উৎস এবং অর্থপ্রবাহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ কমিটি পরিষদে ন্যস্ত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহের তথ্য ও পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদ মানচিত্র তৈরি করেছে; যা পরিষদের খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য বাজেট তৈরিতে সহায়তা করেছে।

তৃতীয়ত: উপজেলা পরিষদ উপজেলা কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারি জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে। অতঃপর পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী কমিটি উপজেলার স্থায়ী কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গদের নিকট থেকে চাহিদা/প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে একটি সমন্বিত খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

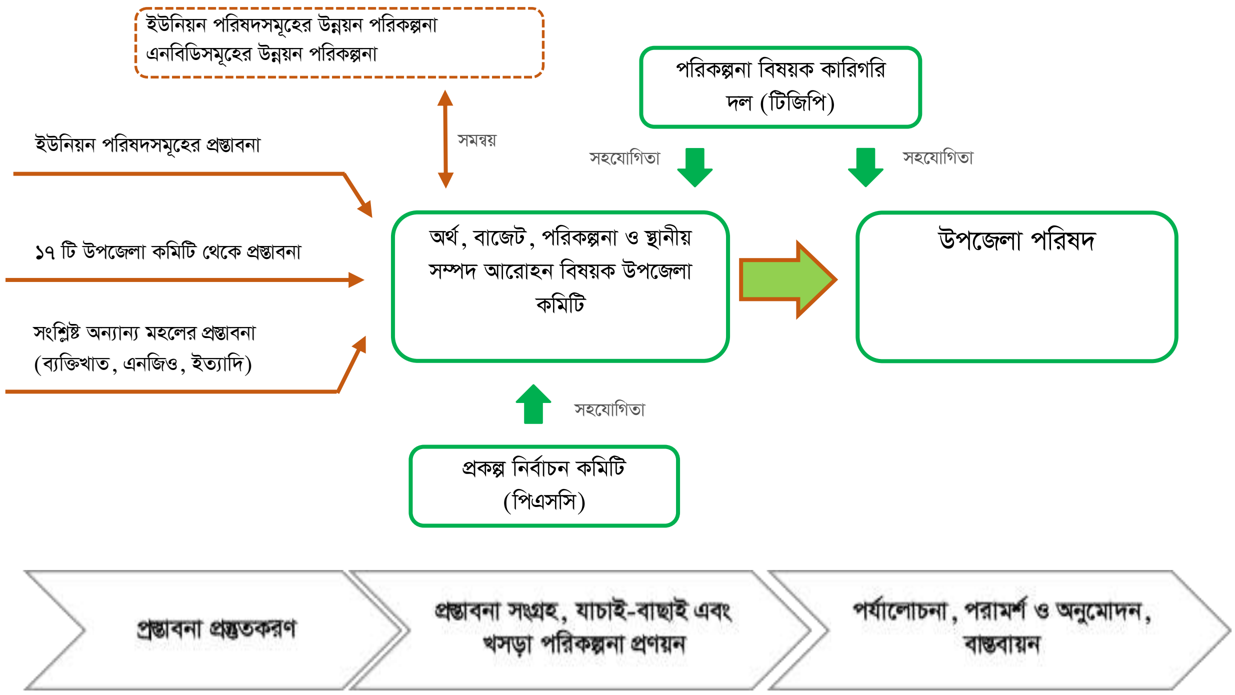

উৎস: এসএপিআই দল, ২০১৬

চতুর্থত: পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি ও অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি বিস্তারিত আলোচনার জন্য খসড়া পরিকল্পনাটি পরিষদের বিশেষ সভায় উপস্থাপন করেছে। অতঃপর উপজেলা পরিষদ খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করার জন্য উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারি, বেসরকারি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আহবান করেছেন। সভায় অংশগ্রহনকারীগণ খসড়া পরিকল্পনাটি শুনেছেন এবং পুনরায় তাদের মতামত জানিয়েছেন। সবশেষে উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চূড়ান্ড় অনুমোদন প্রদান করেছেন।

২.৪ বার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা

শিবগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসেবে এ পরিকল্পনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ: উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্য ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা কষ্টকর। উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের (সরকারি/বেসরকারি) কর্মকর্তাদের মনে সংশয় পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে।

পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অংশে শিবগঞ্জ উপজেলার অবস্থান। আম্রকানন শোভিত শিবগঞ্জ উপজেলা চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ উপজেলা। এ উপজেলার উত্তরে ভোলাহাট উপজেলা এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, দক্ষিণে নবাবগঞ্জ সদর উপজেলা ও পশ্চিম বঙ্গ, পূর্বে ভোলাহাট, গোমস্ড়াপুর, নাচোল ও নবাবগঞ্জ সদর উপজেলা, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ। ভৌগোলিকভাবে শিবগঞ্জ উপজেলা ২৪°৩৪ থেকে ২৪°৫৪ উত্তর দ্রাঘিমাংশ এবং ৮৮°১ থেকে ৮৮°১৪ পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত। শিবগঞ্জ উপজেলার নামকরণ নিয়ে নিশ্চিতভাবে কোন তথ্য পাওয়া যায়না। তবে এই এলাকার পূর্ব নাম ছিল শেরগঞ্জ। সম্রাট শের শাহের নামানুসারে এই নামকরণ হয়। মতান্ড়রে, হিন্দু সম্প্রদায় তাদের অন্যতম দেবতা 'শিব' এর পুঁজার জন্য শিবগঞ্জ বাজার সংলগ্ন একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এবং শিবপুজা ব্যাপক প্রচারনা লাভ করে। শিব পুজার ব্যাপকতা বা শিব মন্দিরের প্রচারেই এই এলাকার নাম শেরগঞ্জ থেকে শিবগঞ্জ হয়। শিবগঞ্জ উপজেলার নামকরণ নিয়ে আর একটি জনশ্র"তি রয়েছে, এ অঞ্চলে শিবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে একজন প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করতেন। উক্ত ব্যক্তির প্রভাব প্রতিপত্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে এ অঞ্চল শিবগঞ্জ নামে পরিচিতি লাভ করে।

১.৩ ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌড় ও প্রাচীন সভ্যতার সুতিকাগার বরেন্দ্র ভূমিরই অংশ শিবগঞ্জ উপজেলা। প্রকৃতপক্ষে শিবগঞ্জ তথা চাঁপাইনবাবগঞ্জের স্বতন্ত্র কোন ইতিহাস নেই। গৌড় ও বরেন্দ্র ভূমির প্রাচীন ইতিকথাই শিবগঞ্জ উপজেলার প্রাচীন ইতিহাস। ঐতিহাসিকদের মতে গৌড়, সারস্বত, কান্যকুজ, মিথিলা ও উৎকল এ পঞ্চ গৌড় কোন এক সময় মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমানের কিয়দংশ ও মালদহ গৌড়ের অন্ড়র্গত ছিল। সুতরাং মালদহের অংশ হিসেবে শিবগঞ্জও গৌড়ের অখন্ড অংশ এতে কোন সন্দেহ নেই। পঞ্চগৌড়ের উলে- খ সর্ব প্রথম পাওয়া যায় রজতরঙ্গিনী গ্রন্থে। পরবর্তীকালে বহু জায়গায় পঞ্চগৌড়ের উলে- খ পাওয়া যায়। গৌড় ও বরেন্দ্র ভূমির ইতিহাসকেই এখানে শিবগঞ্জের ইতিহাস হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ইতিহাস ঃ

বরেন্দ্র ভূমি নামকরণের পেছনে একাধিক পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। 'বর' শব্দের অর্থ আশীর্বাদ আর এ 'বর' শব্দ থেকেই বরেন্দ্র নামের উৎপত্তি। রামায়ন ও মহাভারত গ্রন্থদ্বয়ে বরেন্দ্র ভূমিকে 'পুন্ড্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। গৌড় রাজ্য সম্পর্কে কিংবদন্ড়ীর অন্ড় নেই। অনেকের ধারণা মগধে প্রদ্যোতন রাজারা যে সময় রাজত্ব করতেন সে সময় ভোজ নামক এক ব্যক্তি গঙ্গা পুলিণে গৌড় নগর স্থাপন করেন। তিনি অযোধ্যার অন্ড়র্গত গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন। জন্মভূমির নামানুসারে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত নগরীর তিনি নামকরণ করেন গৌড়। এ দাবি কতটা সত্য তা জানা যায়নি। তবে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে গৌড় নগরী যে খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে নির্মিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এ মতও প্রচলিত যে পুন্ড্র নগরের কোন কোন অংশে গুড়ের খুব কারবার হতো বলেই চিনি বা গুড় ব্যবসায়ের নাম

হতেই নাকি গৌড় নগরীর উৎপত্তি হয়। প্রাচীনকালে পশ্চিম ভারতের সাথে নদী পথে এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। নবাবগঞ্জের বিভিন্ন জায়গা এর কেন্দ্রভুমি ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যে এখানকার অধিবাসীরা খুব উন্নত ছিল। পোড়া নামে এক জাতি ছিল। তারা চিনি বা গুড় প্রস্তুত করার জন্য ইক্ষুর রসে তাপ দিত। পরবর্তীকালে এরা রেশমের সুতা কাটত। এদের নাম অনুসারেই পৌন্ড্রবর্দ্ধন নামের সৃষ্টি হয়। সেন বংশের রাজত্বকালে এ অঞ্চল বরেন্দ্রভুম বা বরিন্দা নামে পরিচিত হয়।

যদিও গৌড়রাজ্য সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত তথাপি ও পাণিনি সূত্রে উলি- খিত গৌড়পুর হতে আরম্ভ করে গৌড় শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় ভুখন্ডের দ্যোতক হিসাবে। তারপর কৌটিল্যও তার অর্থ শাস্ত্রে গৌড়, পুন্ড্র, বঙ্গ এবং কামরূপের উলে- খ করেছেন। পাণিনির বিখ্যাত টীকাকার গীতাঞ্জলিও যেমন গৌড়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সেরূপ পরিচিত ছিলেন তৃতীয় চতুর্থ শতকে বাৎসায়ন পুরাণেও এক গৌড় দেশের উলে- খ আছে। আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে বরাহ মিহির গৌড়ক, পৌন্ড্র, বঙ্গ, সমতট ও তাম্রলিপ্তক নামে কয়েকটি পৃথক পৃথক জনপদের উলে- খ করেছেন। ভাষাতেও গৌড়ীয় রীতির পরিচয় পাওয়া যায় রাজশেখরের কাব্য মীমাংসায় দন্ডীর কাব্যাদর্শে। এ সকল উলে- খ ও প্রসঙ্গ হতে দেখা যায় যে, প্রাচীন সাহিত্যে গৌড়ের উলে- খ অনেক জায়গাতেই রয়েছে। কিন্তু সেগুলো হতে নিঃসন্দেহে গৌড়দেশের সঠিক অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা সুকঠিন। অষ্টম শতকে মুরারি অনর্থ রাঘবেঢ় উলি- খিত গৌড় জনপদের রাজধানী চম্পা আদৌ এ দেশের সাথে সংশি- ষ্ট কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। কেউ কেউ নবাবগঞ্জের পপাই কে চম্পা বলে থাকেন। ভাগলপুরে এবং বর্ধমানের দামোদর নদের বাম তীরে চম্পা নামে নগরী ছিল। ধর্ম্মপালের সমসাময়িক খৃষ্টীয় শতকের শেষার্দ্ধে গৌড়ের রাষ্ট্রাধিকার যে বঙ্গদেশে বিস্ড়ৃত ছিল এটি বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে। গৌড় কখনও স্বতন্ত্র আবার কখনও বা রাঢ় এবং ভুরিশ্রেষ্ঠিকের অন্ড়র্গত বলে আখ্যাত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকে যশোধরের গ্রন্থে দেখা যায় যে, গৌড় ভুখন্ড কলিঙ্গ (বর্তমান উড়িষ্যা) পর্যন্ড়বিস্ড়ৃত ছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতকে জোনদের অন্ড়র্ভুক্ত ছিল। ভবিষ্য পুরান বা ত্রিকান্ড শেষ গ্রন্থে গৌড়কে পুন্ড্র বা বরেন্দ্রীয় অন্ড়র্গত বলে উলে- খ করা হয়েছে। পুন্ড্রবর্ধণে যখন যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবাবগঞ্জেও তখন সে শাসন বিস্ড়ৃত হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে কখন থেকে এ অঞ্চল সার্বভৌম শাসনকর্তার শাসনে শাসিত হতে থাকে তার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। আর্যদের আগমন এদেশে কখন ঘটেছিল সে সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার হাজার বছর আগে আর্যরা এদেশে এসেছিল। দুর্ধর্ষ আর্যরা আর্যাবত অর্থাৎ উত্তর ভারতে প্রথম দিকেই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটগণ কর্তৃক বাংলাদেশে অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোন আর্যশক্তি এদেশ অধিকার করেছিল এমন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের মতে, গুপ্ত সম্রাটগণই ভারতে সর্বপ্রথম এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। গুপ্ত শাসনের পর সামন্ড়রাজা শশাঙ্ক এক বিরাট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মাহরাজাধিরাজ উপাধি লাভ করেন। তার সময়ে বাংলার সীমানা বহুদুর পর্যন্ড় বিস্ড়ার লাভ করে। তিনি সম্ভবত ৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার মৃত্যুকালে (৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে) গৌড় তার রাজ্যভুক্ত হওয়ায় নবাবগঞ্জ নামক ভু-খন্ডটি সে সময় তার রাজ্যভুক্ত হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। মহারাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য সম্রাট হর্ষবর্ধন ও তার মিত্র কামরূপরাজ ভাষ্কর বার্মার অধীনে চলে যায়। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর (৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ) অন্ড়র্দ্বন্দ্ব ও বহিঃশক্তির বার বার আক্রমণের ফলে গৌড়ের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে শতবর্ষব্যাপী এক বিভীষিকারময় অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। এসময়কালকে ঐতিহাসিকগণ মাৎস্যন্যায় যুগ বলে বর্ণনা করেছেন। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে একশ বছর সময়কাল পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত গৌড় রাজ্যে মাৎস্যন্যায় যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে প্রথম পাল নৃপতি গোপালের রাজ্যজয়ের মাধ্যমে। তিনি সমগ্র রাজ্যে শান্ড়িও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার বংশ প্রায় ৪০০ বছর ধরে এদেশে রাজত্ব করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মপাল (৭৭০-৮১০), দেবপাল (৮১০-৮৫০) ও রামপাল (১০৭৭-১১২০) এ বংশর কয়েকজন খ্যাতিমান নৃপতি।

দশক শতাব্দীর দিকে কম্বুজান্বয়জ পরিচয় বহনকারী এক রাজবংশ গোপালের বংশধরদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাল বংশের নবম রাজা মহীপাল (৯৮০-১০৩০) পাল বংশের গৌরব আংশিক উদ্ধার করেন। একাদশ শতাব্দীতে দিব্যক নামক একজন বৈর্ত বংশীয় সামন্ড়রাজা পালদের বিতাড়িত করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তার ভ্রাতা রোদক ওরাদকের পরে তার পুত্র ভীম রাজা হন। রামপাল পরবর্তীতে ভীমকে পরাজিত ও নিহত করে পিতৃরাজ্য পুনরাধিকার করেন। রামপালের পরই পালরাজ শক্তি অত্যন্ড়দূর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পাল নৃপতি মদনপালের সময়ে (১১৪০-৫৫) সেনরা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কর্ণাটক থেকে আগত রাঢ় অঞ্চলের বসবাসকারী সামন্ড় সেনের পৌত্র ও হেমন্ড়সেনের পুত্র বিজয় সেন (১০৯৭-১১৫৮) ছিলেন সেন বংশের প্রথম নৃপতি। বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বল- াল সেন বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নবাবগঞ্জে এখনও তার অসংখ্য কীর্তির স্বাক্ষর রয়েছে। তন্মধ্যে শিবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত বালুয়াদীঘি ও গোমস্ড়াপুর উপজেলার মকরমপুর ঘাটে অবস্থিত শ্মশান বাড়ি অন্যতম। তার পুত্র লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫) এর সময়ে বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে।

🗁 **মধ্য যুগের ইতিহাস ঃ** মুসলিম শাসন আমলের শুর“ থেকেই মূলত এ অঞ্চলের মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচিত হয়েছে। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে গৌড় রাজ্য (লখনৌতি) অধিকার করেন। সে সময় গৌড়ের শাসনকর্তা ছিলেন সেন বংশের বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন। তিনি তখন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। কোন প্রতিরোধ না করে নদীপথে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার অধিকার করেন এবং লক্ষণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজের প্রতিষ্ঠা করেন। বখতিয়ার খলজীর পরবর্তী সময়ে ইয়াজউদ্দীন মহম্মদ ই শিরাণ (১২০৫-০৮), আলাউদ্দীন আলী মার্দন (১২০৮-১১), হুসাম উদ্দীন গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ (১২১১-২৬), নাসির“দ্দীন মাহমুদ (১২২৬-২৯), ইজুল মুলক আশাউদ্দিন জানি (১২২৯), সাইফউদ্দীন আইবেক (১২২৯-৩৩) ও ইয়াজ উদ্দীন তুঘরিল তুঘান খান (১২৩৩-৪৪) গৌড় শাসন করেন। তিনি ছিলেন দিল- ীর গিয়াস উদ্দীন বলবনের প্রতিনিধি। পরে বিদ্রোহী হলে বলবন তাকে পরাজিত ও নিহত করে নিজ পুত্র নাসির উদ্দীন বুঘরা খানকে গৌড়ের সিংহাসনে বসান। পরবর্তীতে সুলতান শামসউদ্দীন ফিরোজ শাহ, জালাল উদ্দীন মাহমুদ শাহ, শিহাব উদ্দীন বুঘরা শাহ, গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর শাহ, নাসির উদ্দীন ইব্রাহিম এবং শিহাব উদ্দীন ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় দিল- ীর অধিনে থেকে গৌড় শাসন করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (১৩৩৮) সোনারগাঁয়ে সুলতান ফখরউদ্দীন মোবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯) দিল- ীর অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বাংলার স্বাধীন সুলতান রূপে রাজত্ব করতে থাকেন। সুলতান ফখরউদ্দীনের পর তার পুত্র শামস উদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪৯-৫৮) তার পুত্র সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-৯০) নামধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জালাল উদ্দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র শামস উদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩১-৪২) গৌড় শাসন করেন। তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হলে ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান আসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-৫৯) গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় এই রাজবংশের নৃপতিগণ গৌড় শাসন করেন। এ বংশের রাজত্বের শেষ দিকে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং পর পর কয়েকজন হাবসী সুলতান কয়েক বছর রাজত্ব করেন। ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় রাজনৈতিক অস্থিরতার পর ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন এবং দক্ষতার সঙ্গে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় রাজত্ব করেন। তার গৌরবময় রাজত্বকালে ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয়। প্রজাদরদী নৃপতি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র নাসির উদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-৩২) শের শাহ এদেশ অধিকার করেন। শের শাহের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের (১৫৩৭-৪৫) পর মোঘলশক্তি শের শাহের স্বগোত্রীয় পাঠান আমিরদের মধ্যে বাংলাদেশের অধিকার নিয়ে লড়াই চলে দীর্ঘদিন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে বাংলাদেশে মোঘল শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল- ী ও আগ্রাতে অবস্থানরত বিভিন্ন মোঘল সম্রাটের রাজত্বকালে তাদের নিযুক্ত সুবাদারগণ বাংলাদেশ শাসন করেন।

এসব সুবাদারদের মধ্যে শাহাজাদা সুজার (১৬৩১-৫৯) বেশ কিছু কীর্তি শিবগঞ্জে আজও রয়েছে। তিনি ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় এ অঞ্চল শাসন করেন। তার কাছারী বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে শিবগঞ্জ উপজেলার ফিরোজপুরে। তার সময়ে গৌড়ের পূর্বাঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য হযরত শাহ নেয়ামতুল- াহ (রঃ) এখানে আসেন। সুলতান তাকে অত্যন্ড় সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান এবং তার হাতে বায়াত হন। পরে তিনি গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে শিবগঞ্জ উপজেলায় ফিরোজপুরে স্থায়ীভাবে আস্ড়ানা স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, শাহ সুজা যখন ফিরোজপুরে তার মুর্শিদ শাহ নেয়ামতুল- াহকে দেখতে আসতেন তখন তার অস্থায়ী নির্বাসের জন্য অট্টালিকাটি নির্মিত হয়। সম্রাট মহিউদ্দীন আলমগীর আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) এই কামেল আওলিয়াকে ৫০০০ (পাচঁ হাজার) টাকা আয়ের সম্পত্তি মদদ-ই-মাস স্বরূপ তার ও তার বংশাবলীর ভরণপোষণের জন্য দান করেন। হযরত শাহ নেয়ামতুল- াহ (রঃ)– প্রায় ৩৩ বছর ফিরোজপুরে বসবাস করেন।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা গৌড় নগরীর অবক্ষয়ের প্রধান কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। যখন চট্টগ্রামকে নিয়ে আরাকান, ত্রিপুরা ও বাংলা এবং পরে পর্তুগিজ ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে বিবাদ শুর“ হয়, তখন শেরশাহ কর্তৃক গৌড় বিজয় ও লুণ্ঠনের ফলে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ভাগীরথী অঞ্চল বিশেষ করে এর উপরের অংশ স্থিতিহীন হয়ে পড়ে। গৌড়ে তিন মাস স্থায়ী স্বাচ্ছন্দময় জীবনযাপন কালে হুমায়ুন এ নগরীকে জান্নাতাবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এসময়ে হোসেনশাহী বংশের বিলুপ্তি ঘটে। যখন পর্তুগিজ ব্যবসায়ীগণ প্রথমে সপ্তগ্রামে পরে হুগলিতে বসতি স্থাপন করে, তখন তাদের দুঃসাহসী স্বদেশীয়রা উপকুলীয় অঞ্চলে লুটপাট করেছিল। এতে বাণিজ্যপথ বিঘ্নিত হয়। মুগল পাঠানদের লড়াইয়ের অব্যবহিত পরে আসে চূড়ান্ড়আক্রমণ। এতে কার্যত বাংলার উত্তরাংশ বিধ্বস্ড় হয়ে যায়। এ ধরনে অবিরাম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির ফলে জনবহুল শহরের রক্ষণাবেক্ষণ অবহেলিত হয়। ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ভিনসেন্ট ল্য গৌড় নগরীর অংশসমূহে জলাবদ্ধতা দেখেছেন। এতে বোঝা যায় যে, খালসমূহ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় নি। এর ফলে পে- গ রোগ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিদিন তিনশত লোকের মৃত্যু ঘটে। এ রোগে মুনিম খানও প্রাণ হারান। সম্ভবত মহানন্দা ও গঙ্গার

সঙ্গে নগরীর খালসমূহের মাধ্যমে যে সংযোগ ছিল তা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। গঙ্গা নদীর গতিপথ পশ্চিমদিকে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুর‍ু হওয়ার কারণে ও তা ঘটতে পারে । ষোড়শ শতাব্দীর শুর‍ুতে পর্তুগিজদের দ্বারা মালাক্কা দখল হওয়ায় গৌড় সম্পগ্রাম এবং দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় মুসলমান ব্যবসায়ীদের পণ্য পরিবহণে সমস্যা সৃষ্টি হয়। যুগপৎ নৈরাজ্য এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে গৌড় নগরীর বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক গুর‍ুত্ব ক্রমান্বয়ে বিলীন হতে থাকে। মুগল বিজয় এবং নদীর পূর্বতীরে তান্ডা থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্ডরিত হওয়ায় একটি নতুন তাৎপর্যময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা গৌড় নগরীর পতনকে নিশ্চিত করে।

উনিশ শতকের শেষদিক হতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখাসমূহ স্বাধীন বাংলার প্রতীক হিসেবে গৌড়ের উপর নিবদ্ধ ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাজপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ড়চক্রবর্তী, চার‍ুচন্দ মিত্র এবং অন্যান্যরা প্রাক মুগল রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন। এরা আঞ্চলিক ইতিহাসের অংশ হিসেবে নয় বরং বাংলার স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে গৌড়ের উপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন । কিন্তু অল্প কয়েকটি ব্যতীত নগরের ধ্বংসাবশেষসমূহ এবং নগরটি ইতিহাসবিদদের দৃষ্টির বাইরেই ছিল। ফলে হুমায়ুনের জান্নাতাবাদ একটি হারানো ও বিস্মৃত নগরীতে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মোঘল শক্তি হীনবল হয়ে পড়লে বাংলার সুবাদারগণ নামেমাত্র মোঘল আধিপত্য পেলেও প্রকৃত প্রস্ড়াবে তারা স্বাধীনতাভাবেই রাজত্ব করছিলেন। সে সময় নবাব আলীবর্দী খান (১৭৪০-৫৬) নবাব সরফরাজ খানকে (১৭৩৯-৪০) পরাজিত ও সিংহাসানচ্যুত করে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহন করেন। আলীবর্দী খার সময়েই এ এলাকার নাম নবাবগঞ্জ হয়।

- **সাম্প্রতিক ইতিহাস ঃ** শিবগঞ্জ উপজেলায় সাম্প্রতিক ইতিহাস আলোচনায় বৃটিশ শাসন আমল ও পাকিস্ড়ানী শাসন আমল সহ উলে- যোগ্য ঘটনাবলীই মূলত আলোচনা করা হয়েছে। এ অঞ্চলের ইতিহাস খুব প্রাচীন হলেও নবাবগঞ্জ তথা শিবগঞ্জের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। নবাবগঞ্জ প্রাক ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ড় নবাবদের বিহারভূমি হিসেবেই পরিচিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে লোকালয় গড়ে উঠলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তবে একথা সত্যি যে, নবাবগঞ্জ শহরে থানা স্থাপন খুব বেশী দিনের কথা নয়। পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর জেলা ভেঙ্গে মালদহ জেলা গঠিত হয় ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় একে কোন কালেক্টরের অধীন দেয়া হয়নি। Mr. Ravan Show মালদহ জেলার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হন। এ সময় শিবগঞ্জ ও কালিয়াচক থানা দুটি অপরাধপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি ছিল। শিবগঞ্জে অবস্থিত তরতীপুর সে সময় বড় নদী বন্দর ছিল। লালগোলা ঘাট থেকে মহানন্দা নদীর উপর দিয়ে শিবগঞ্জ ভোলাহাট, ইংরেজ বাজার হয়ে রাজমহল পর্যন্ড় এবং পদ্মার ওপর দিয়ে মনিহার ঘাট, সাহেবগঞ্জ মুঙ্গের ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান পর্যন্ড় স্টিমার যাতায়াত করতো। কালক্রমে নদী ভরাট হয়ে স্টিমার চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।। শিবগঞ্জ থেকে নদী দূরে সরে যাওয়ায় জনগণের অসুবিধা বেড়ে যায়। এসব কারণে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুন্সেফ চৌকি শিবগঞ্জ থেকে নবাবগঞ্জে স্থানান্ডরিত হয়।। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় এ অঞ্চল রাজশাহীর জেলার অন্ডর্ভূক্ত ছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ড়বিহার ভাগলপুরের অন্ডর্গত ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্ড়ন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশসহ এ অঞ্চলটি আবারও রাজশাহী বিভাগের অন্ডর্ভূক্ত করা হয় এবং তা মালদহ জেলাধীন থাকে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের সময় র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে নবাবগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট ও গোমস্ড়াপুর থানাকে মালদহ থেকে বিছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্ড়ানের রাজশাহী জেলার অন্ডর্ভূক্ত করা হয়। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে ১৯৪৮ খিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর রাজশাহী জেলার একটি থানা ও দিনাজপুরের অন্ড়র্ভুক্ত পোরশা থানা নিয়ে একটি নতুন মহকুমার সৃষ্টি হয় এবং নবাবগঞ্জ শহরে মহকুমা সদর দফতর স্থাপিত হয়। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ (অবঃ) হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ প্রশাসনকে জনগণের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে থানাগুলোকে উপজেলা এবং মহুকুমাকে জেলায় রূপান্ড়রিত করেন। এ পদক্ষেপের কারণে নবাবগঞ্জের ৫টি থানা শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট, গোমস্ড়াপুর ও নাবগঞ্জ সদর উপজেলায় উন্নীত হয়।

১.৪ স্বাধীনতা যুদ্ধ ও শিবগঞ্জ

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো স্বাধীনতা যুদ্ধে শিবগঞ্জ উপজেলা তথা চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এ অঞ্চলেই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণআন্দোলন এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ সর্বক্ষেত্রেই এ অঞ্চলের অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের উপর পশ্চিমাদের সামরিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ছিল নবাবগঞ্জের ইপিআর এর সেক্টর হেড কোয়ার্টার। তাই নবাবগঞ্জ তথা এ অঞ্চলের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুর‌ু হয় এখান থেকেই। ২৬ মার্চের সন্ধ্যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের ইপিআর হেড কোয়ার্টারে শুর‌ু হয় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের নিয়ন্ত্রণের যুদ্ধ। ২/৩ ঘন্টা গোলাগুলির পর পরিস্থিতি বাঙ্গালিদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বহু অস্ত্রশস্ত্রসহ পশ্চিম পাকিস্থানী জেসিওকে বন্দি করা হয়। জনতা ও ইপিআর এর হাতে সেদিন চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবস্থানরত বেশ কিছু ইপিআর সদস্য নিহত হয়। ২৭ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল প্রায় ১ মাস শিবগঞ্জ উপজেলা শত্র‌ু মুক্ত ছিল।

শিবগঞ্জ থানা সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি ঃ

স্বাধীনতার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সারাদেশে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেই মোতাবেক শিবগঞ্জ থানায় ডাঃ মইনুদ্দীন আহমেদকে আহবায়ক ও আজিজ-উদ-দৌলাকে যুগ্ম আহবায়ক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির নেতারা থানার মধ্যে মিছিল মিটিং ও জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। শিবগঞ্জ থানাকে পাক প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে মুক্ত করার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে শিবগঞ্জ থানা ও মনাকষা ইপিআর ক্যাম্প-এ ঘিরে থানার পুলিশ ও ইপিআরকে আত্মসমর্পণ করিয়ে তাদের কাছে থেকে অস্ত্র হাতিয়ে নেয়। সেই অস্ত্র ডাঃ মইনুদ্দীন এর কাছে জমা হয়। পরে তা মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহার হয়। নবাবগঞ্জ পাকিস্ড়ানী আর্মির দখলে চলে গেলে শিবগঞ্জ থানার সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য নেতারা এদিক ওদিক আত্মগোপন করে। তারা অনেকেই ভারতের মালদহ শহরে অবস্থান করে স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য ভারতের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন।

নবাবগঞ্জে পাকসেনার প্রবেশ ঃ

২২শে এপ্রিল, ১৯৭১ পাকিস্ড়ানী বাহিনী রাজশাহী হতে তাদের বহর নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ প্রবেশ করে এবং শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। নবাবগঞ্জে অবস্থানের কয়েকদিন পর পাকসেনারা শহর হতে চারিদিকে মাইকিং করে জনসাধারণকে শহরে আসার ও দোকানপাট খোলার জন্য আহবান করে। পাক সেনার আহবানে কিছু লোক সাড়া দিয়ে শহরে প্রবেশ করে এবং দোকানপাট খোলে। দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিনের চেয়ে কিছু বেশি, তৃতীয় দিনে আরও কিছু বেশি লোক শহরে প্রবেশ করলে পাকসেনারা শহরে প্রবেশকারী লোকদের ধরে মহানান্দা নদীর তীরে শশ্মান ঘাটে নিয়ে এসে সবাইকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে এবং একটি বড় গর্তে মাটি চাপা দিয়ে পুঁতে ফেলে।

পাকিস্ড়ানী সেনার শিবগঞ্জ থানায় প্রবেশ ঃ

নবাবগঞ্জ শহরে অবস্থানকারী পাকসেনারা শিবগঞ্জ অভিমুখে রওনা হবে লোক মুখে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে। শিবগঞ্জ যাবার পথে রাস্ড়ার উভয় পার্শ্বের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিবে শুনে বারঘোরিয়া থেকে শিবগঞ্জ পর্যন্ড় রাস্ড়ার পার্শ্ববর্তী লোকজন আতঙ্কিত হয়ে সাধ্যমত বাড়ির মালামালসহ নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। ৩০শে এপ্রিল পাকসেনারা গাড়ীর বহর নিয়ে সকাল ৯টায় দিকে নবাবগঞ্জ ফেরিঘাট পার হয়ে শিবগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। পাকসেনারা শিবগঞ্জ বাজারে ঢুকে প্রথম খোঁজ করে সংগ্রাম কমিটির নেতাদের সন্ধান চালায়। শিবগঞ্জ বাজারে পাকসেনারা ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে এক দল কানসাট এবং অপর দল মনাকষা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে পুকুরিয়া ও কানসাট বাজারে বেশ কিছু হিন্দুর বাড়ি জ্বালায়। মনাকষা যাবার পথে প্রথমে ডাঃ মইনু উদ্দীন আহম্মেদের বাড়ী ও মনাকষা বাজারে কয়েকটি হিন্দুর বাড়ি জ্বালায়। সারাদিন নারকীয় কর্মকান্ড সেরে তারা বিকেলবেলা নবাবগঞ্জ ফিরে যায়। নবাবগঞ্জ ফিরে যাবার সময় তাদের অনুসারী কিছু লোকজনকে ডেকে শিবগঞ্জ থানায় একটি শক্তিশালী শান্ড়ি কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়ে যায়। তাদের নির্দেশ মোতাবেক থানা ও ইউনিয়নের শান্ড়ি কমিটি গঠন করা হলে পাক সেনারা অনুকুল পরিবেশ বুঝে ১৫/২০ মে, ১৯৭১ শিবগঞ্জ সিও অফিসে এসে ক্যাম্প স্থাপন করেন।

শিবগঞ্জ পাকসেনা ক্যাম্প আক্রমন

২৫শে আগষ্ট ১৯৭১ সাল, ৮ই ভাদ্র ১৩৭৮ সন বাংলা। শিবগঞ্জে অবস্থিত পাক বাহিনী ক্যাম্প আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বিনোদপুর থেকে ৫টি নৌকা যোগে ডাঃ মইন উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে শিবগঞ্জ অভিমুখে রওনা দেয়। সঙ্গে মোঃ ফাইজুর রহমান (বিশু মাস্টার)ও ছিলেন। ভবানীপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে নদী থেকে বিলে উপচিয়ে পানি পড়া খাল বরাবর নৌকাযোগে যাওয়ার সময় অতিরিক্ত স্রোতের কারণে নৌকা সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। একটি নৌকা আড়াআড়িভাবে পিঠালী গাছে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে যায় ও যোদ্ধারা অস্ত্রসহ ছিটকে পড়ে। পানিতে পড়া মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করতে এবং উদ্ধার করতে এক ঘন্টা সময় লেগে যায়। বন্যায় কুমিরাদহ বিলের থৈ থৈ পানিতে দিক নির্ণয় করা খুব কঠিন হয়ে যায় এবং দুর্লভপুর পৌছেতে সকাল হয়ে যায়। শিবগঞ্জের ক্যাম্প আক্রমণ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি দলে বিভক্ত হওয়ার কথাছিল। একদল তর্ত্তীপুর ঘাট থেকে ও অপর একটি দল কালুপুর উত্তর পাড়া জুম্মা মসজিদে পাশ দিয়ে সরাসরি ক্যাম্প আক্রমণ করার কথা এবং তৃতীয় দলটি ডাঃ মইন উদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে দুর্লভপুর হাই স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে মরহুম সুবেদার আনেশুর রহমানের পরিচালনায় ৬˝ মর্টারসহ অন্যান্যভারী অস্ত্রের মাধ্যমে মূল ক্যাম্পে আক্রমন পরিচালনা করা হয়। এছাড়া অন্য দুটি দলকে আলো প্রকাশিত হওয়াই দূর থেকে আক্রমণ করতে হয়েছিল। ঐ দুটি দলকে ফিরিয়ে আনার জন্যে ক্যাম্পের উপর মর্টারিং করা হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে এ আক্রমণ চালানো হয়। ঐ দু'টি দল সরাসরি পাক বাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ না করে কালুপুরে অবস্থানকারী রাজাকারদের উপর আক্রমণ চালায়। পাকসেনা ও রাজাকারদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি করে মুক্তি যোদ্ধারা বিনোদপুর ফিরে যায়।

কালুপুর গ্রামে অবস্থানরত রাজাকারদের উপর আক্রমন ঃ

০৯/০৯/১৯৭১ খ্রিঃ তারিখ রাত্রী ১২.৩০ মিঃ সময় ৩টি নৌকা যোগে ১৫ জন যোদ্ধা নিয়ে কমান্ডার ওমর সাহেবের নেতৃত্বে কালুপুরের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবেশ করে ও রাজাকারদের বাঙ্কারে আক্রমণ চালায়। ২ (দুই) জন রাজাকার কে হত্যা করা হয় এবং ৩ (তিন) জনকে আহত করা হয়। বাকী সমস্ড় রাজাকার কালুপুর ত্যাগ করে শিবগঞ্জ পালিয়ে যায়।

প্রতিরোধ ও গেরিলা যুদ্ধ ঃ

কলাবাড়ী যুদ্ধ ঃ ২০ আগস্ট কলাবাড়ী নামক স্থানে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাকবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। ১৯ আগস্ট, কলাবাড়ীতে মুক্তিবাহিনীর দুটি প- াটুনের সঙ্গে পাকসেনাদের এক সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনীকে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কলাবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। কলাবাড়ী পাকসেনাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার সংবাদে মিত্রবাহিনীর অফিসার মেজর থাপা মুক্তিবাহিনী সুবেদার মেজর এম.এ মজিদকে ২টি প- াটুন সৈন্য নিয়ে সত্বর কলাবাড়ী দখলের নির্দেশ দেয়। সুবেদার মেজর মজিদ ৬৪ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ১০ আগস্ট রাতেই কলাবাড়ী পুনর্‍দ্ধারের জন্য রওনা হন। রাত ৪টা ৩০ মিনিটে (১১ আগস্ট) তিনি তার বাহিনী নিয়ে কলাবাড়ী পৌছেন। পাকসেনারা নদী পেরিয়ে এসে কলাবাড়িতে ডিফেন্স পজিশনে অবস্থান করছিল। সুবেদার মেজর মজিদ তার বাহিনীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ভোর সাড়ে ৫টায় সময় পাকসেনাদের উপর চারদিক থেকে হামল চালান। পাকসেনারা এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলনা। উভয় পক্ষের মধ্যে দেড়ঘন্টা গুলি বিনিময় হয়। অবশেষে পাকসেনারা কলাবাড়ী ছেড়ে নদী পেরিয়ে কানসাটে চলে যেতে বাধ্য হয়। কলাবাড়ী মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। এই সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনীর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি।

পাকসেনার হাজার বিঘী অপারেশন ঃ

হাজারবিঘী গ্রামটি পাগলা নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। এই গ্রামের বেশ কিছু ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল। গ্রামটি মুক্তিযোদ্ধাদের আওতাধীন থাকায় মুক্তিযোদ্ধা গেরিলা দল যে কোন সময় সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে আসা যাওয়া করত। তাই হাজারবিঘী গ্রামটি পাকসেনার অপারেশনের শিকার হয়। সেদিন ছিল শুক্রবার। পাক সেনারা হাজারবিঘী অপারেশনে প্রেরিত দলটি পুকুরিয়া ফেরিঘাট দিয়ে পার হয়। তারা দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে একটি দল গ্রামের উত্তর মাথা দিয়ে ও অপর দলটি দক্ষিণ মাথা দিয়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তখন বেলা প্রায় ২টা। জামে মসজিদে জুমার ফরজ নামাজ শেষ। কিছু মুসলি- মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেছে। কিছু মুসলি- সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়ছে। এমন মুহূর্তে পাক হানাদার বাহিনী মসজিদটি ঘিরে ফেলে। নামাজ শেষে মুসুলি- রা এক এক করে বের হতে থাকে। মুসুলি- দের ধরে জমায়েত করে নিয়ে যায় পুকুরিয়া ফেরি ঘাটে। তাদেরকে সারিবদ্ধ করে লাঠি ও বেত দিয়ে পেটাতে থাকে। মসজিদ থেকে পাক আর্মিরা মানুষকে ধরে নিয়ে পেটানোর খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। মেয়েরা নিজের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য বাড়ি ছেড়ে নিরাপদে আশ্রয় নেয়।

❒ **কানসাট আক্রমন ঃ**

২৩ আগস্ট তারিখে সুবেদার মেজর মজিদ এবং ক্যাপ্টেন ইদ্রিশ যৌথভাবে কানসাট আক্রমণ করেন। হামজাপুর সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন ইদ্রিশ একটি কোম্পানী নিয়ে সুবেদার মেজর মজিদের সাহায্যার্থে আসেন। পরিকল্পনা অনুসারে ক্যাপ্টেন ইদ্রিশ এবং সুবেদার মেজর মজিদ প্রায় দুটি কোম্পানী নিয়ে কানসাটে অবস্থানরত প্রায় এক কোম্পানী পাকসেনার উপর আঘাত হানেন। উভয়পক্ষের তুমুল সংঘর্ষে কানসাট মুক্তিবাহিনীর দখলে এলেও কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সাহায্যকারী দল ঘটনাস্থলে এসে পড়ায় মুক্তিবাহিনীকে কানসাট ছেড়ে চলে আসতে হয়। এ সংঘর্ষে পাকসেনাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা প্রচুর বলে জানা যায়। ২৬ আগস্ট কানসাট পাকসেনাদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর পুনরায় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ক্যাপ্টেন ইদ্রিশ এবং সুবেদার মেজর মজিদ প্রায় দু'কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে নদী পেরিয়ে মরিয়া হয়ে কানসাট পাকসেনাদের উপর আঘাত হানেন। মুক্তিবাহিনীর তীব্র আক্রমণে পাকসেনারা কানসাট ছেড়ে চলে যায়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্ড়নী বাহিনীকে ধাওয়া করে প্রায় শিবগঞ্জ পর্যন্ড় অগ্রসর হয়। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে পাকসেনারা পাল্টা আঘাত শুর্ব করে। চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকেও পাকসেনারা আর্টিলারি সাহায্য নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। ব্যাপক গোলাবর্ষণের মুখে মুক্তিবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এক সময় পাকসেনাদের আক্রমণের মাত্রা এতই তীব্র হয় যে, মুক্তিবাহিনী প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পাকসেনারা কানসাট নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এ সংঘর্ষে সুবেদার মেজর মজিদসহ ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা গুর্ব্তরভাবে আহত হয় এবং অস্ত্রশস্ত্র ও হারাতে হয় প্রচুর। পাকসেনাদের হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও শেষ কিছু হতাহত হয়েছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়।

❒ **দাদনচক ও কালুপুর যুদ্ধ ঃ**

শিবগঞ্জ বাজারে পাকবাহিনীর একটি ক্যাম্পে আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে ৫ মাইল দূরে পাগলা নদীর অপরপাড়ে দাদনচক কলেজের অধ্যাপক শাহাজান আলী ৩৩ জনের একটি বাহিনী নিয়ে অবস্থান নেন এবং শত্র্বদের অবস্থানের খোজ খবর নিতে থাকেন। কিন্তু ইতোমধ্যে দালালদের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের খবর জানতে পেরে পাকবাহিনী দাদনচক কলেজকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। পায় ৩ ঘন্টা ধরে যুদ্ধ হয়। এতে শিবগঞ্জের সন্ড়ান করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ, নিয়ামতপুরের আনিসুর, রাধাকান্ড়পুরের শামসুল, মানদার এনামুল, রামচন্দ্রপুরের মন্ড়াজ লড়াই করতে করতে শহীদ হন। মুক্তিযোদ্ধা হতাহতসহ কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হন। পাকবাহিনীর উলে- খযোগ্য সংখ্যক সদস্য এই যুদ্ধে নিহত হন এবং অন্যান্যরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। অন্যদিকে কালুপুরে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

❒ **ধোবড়া আক্রমন যুদ্ধ ঃ**

ধোবড়া ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ও কলাবাগান হয়ে রাজার বাগান দাড়া বরাবর প্রায় দেড় কিলোমিটার ছিল শক্তিশালী ডিফেন্স। রাজার বাগান হতে পূর্ব দিকে ত্রিমোহনী পর্যন্ড় প্রায় তিন কিলোমিটার বিল এলাকা। রাজার বাগান হতে ত্রিমহনী পর্যন্ড় ছিল ফাঁকা। পাক সেনারা দাড়া যাতে পার হতে না পারে সে জন্য দাড়ার ভিতরের সমস্ড় নৌকাগুলি পানির মধ্যে ডুবানো ছিল। পাক আর্মিরা দাড়া পার হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করার বহুবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল। ঘাতক রাজাকার ও পিস কমিটির প্রচেষ্টায় বহুদূর হতে গাড়ির উপর করে নৌকা এনে ফাকা দাড়ার উপর নৌকার ব্রীজ বানিয়ে রাত ১২টার দিকে পাক আর্মিকে পার করায়। পাক আর্মিরা দাড়া পার হয়ে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে ধোবড়া মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের পূর্ব দিকে এক বাগানে ডিফেন্স বসায়। সকাল হলে পাক আর্মিরা ধোবড়া গ্রামের পূর্ব দিকে বাড়ি ঘর জ্বালাতে থাকে। কলাবাগান ডিফেন্সের মুক্তিযোদ্ধারা পিছনে ঘেরার মধ্যে পড়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু হটার একমাত্র রাস্ড়া সোনা মসজিদ রোড। সেই রাস্ড়া ধরে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু সরতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আর্টিলারি গোলা ও মেশিনগানের গুলি বৃষ্টির মতো পড়তে থকে। মুক্তিযোদ্ধারা সাপর্টিং ফায়ার চালিয়ে পিছু সরে চলে যায় সোনা মসজিদ চেক পোষ্ট বর্ডার। ধোবড়া ক্যাম্প চলে যায় পাক আর্মির দখলে।

ধোবড়া পাক আর্মি ক্যাম্প ঃ ধোবড়া পাক আর্মি ক্যাম্প ছিল খুব শক্তিশালী। ভারত সীমান্ড় হতে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। বর্ডার রক্ষী ও সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় আর্মি আশংকা দুর করার জন্য ভারতের উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ড় হয় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সর্ব প্রকার সামরিক সহায়তা দিয়ে শিবগঞ্জ থানাকে মুক্ত করে, বারঘোরিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের ডিফেন্স বসাতে হবে। কিন্তু ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ধোবড়া ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ড় নেন।

ধোবড়া পাক আর্মি ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা ঃ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, ক্যাপ্টেন গিয়াস ও মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান মিঞা ধোবড়া আক্রমণের পরিকল্পনার ছক তৈরি করেন। সিদ্ধান্ড় নেয়া হয় ঈদের পূর্ব রাতে রাত্রি ১১টায় আক্রমণ চালানো হবে। ছক মতে ক্যাপ্টেন গিয়াস তার দল নিয়ে ধোবড়ার পূর্ব দিক দিয়ে ধোবড়া মুখে অগ্রসর হবেন, ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তার দল নিয়ে সড়কপথে সরাসরি আক্রমণ চালাবেন এবং মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান মিঞা এর গেরিলা দলটি ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের পশ্চিম পার্শ্বে থেকে সার্পোট দেবেন। বাংকার চার্জ আরম্ভ হলো ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর ওয়ারলেসের মাধ্যমে পিছনে আর্টিলারি দিয়ে বাংকারের আশেপাশে গোলা নিক্ষেপ করাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেন গিয়াস তার দল নিয়ে মারমুখী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। মুক্তিযোদ্ধারা জানান বাংকার চার্জ করতে গিয়ে কয়েকটি বাংকার ফাঁকা পাওয়া যায়। তারা ভেবেছিলেন শত্রুপক্ষ হয়তো বাংকার ছেড়ে সরে গেছে। আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা শতভাগ সফলতা লাভ করেন। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সিগনাল দিলে মুক্তিযোদ্ধারা উইথড্রো হয়ে একসাথে জোরসে জয় বাংলা ধ্বনি তোলেন। ধ্বনি তোলার সাথে সাথে তারা ব্রাস ফায়ারের শিকার হয়। এ যুদ্ধে ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা মারা যান। এর প্রতিশোধ নিতে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর তার দলের বাছাইকৃত সাহসী ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ধোবড়া পাক আর্মি ক্যাম্পে আক্রমণ চালান। তাদের ক্যাম্পের সামনে জঙ্গল ও উচু কলাই ফসলের মাঠ। বেলা তখন প্রায় মধ্য দুপুর। পাক আর্মিরা ক্যাম্পের সামনে ফাঁকা জায়গায় জমায়েত হয়ে উৎফুল- মনে গোসলের আয়োজন করছে, জাহাঙ্গীরের মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই, কারণ পাক আর্মিরা গোসল করছে তাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই। উচু কলাই ফসলের মধ্যে এচিপেচি করে চলে যান একবারে পাক আর্মির সামনে।এক সাথে গর্জে উঠে মুর্শিদাবাদের তিনটি এলএমজি ও বাইশটি রাশিয়ান এসএল আর। এ ঘটনায় পাক আর্মির অনেক ক্ষয়ক্ষতি হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ক্ষতি হয়নি এবং তারা অক্ষত অবস্থায় ক্যাম্পে ফিরে আসেন।

❒ **রাজাকার ক্যাম্প উচ্ছেদ অভিযান ঃ**

পাক আর্মি তাদের শিবগঞ্জ ক্যাম্পকে নিরাপদে রাখার জন্য রাজাকার বাহিনী দিয়ে সাপোর্টিং ক্যাম্প হিসাবে রানীহাটি, রামচন্দ্রপুর হাট, রাধাকান্ড়পুর শিবগঞ্জ, আড়গাড়া আরও বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প বসায়। মুক্তিযোদ্ধারা পশ্চিম দিক হতে পাগলা নদী পার হয়ে থানার বিভিন্ন জায়গায় গেরিলা তৎপরতা চালাতে যাবেন। তাই পাক আর্মিরা ভীত হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যাতে তাদের চলাচল রাস্ড়ায় মাইন বসাতে না পারে, সেজন্য বারঘোরিয়া হতে শিবগঞ্জ পর্যন্ড় প্রায় ২০ কি রাস্ড়ার উপর ১ রশি পর পর ইট নিয়ে বাংকার তৈরি করে পাহারা দিত।

রামচন্দ্রপুর হাটের রাজাকারদের ক্যাম্প উচ্ছেদ ঃ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গেরিলা দল চর পাকা থেকে এসে গভীর রাতে আক্রমণ চালিয়ে ক্যাম্প উচ্ছেদ করে। এখানে প্রচুর গোলাগুলি হয়। গোলাগুলিতে একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যান। তাকে মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে যেতে পারেনি। স্থানীয় লোকজন তারে দাফন কাফন সম্পন্ন করেন।

রাধাকান্ড়পুর আলিয়া মাদ্রাসার রাজাকার ক্যাম্প উচ্ছেদ ঃ

শিবগঞ্জ পাক আর্মির সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য টেলিফোন লাইন বসিয়ে রাধাকান্ড়পুর আলিয়া মাদ্রাসায় রাজাকারেরা ক্যাম্প বসায়। মুক্তিযোদ্ধারা চলাচলের বিশেষ অসুবিধে ভেবে ইসমাইল মাস্টারের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জনের একটি গেরিলা দল চর পাকা থেকে এসে গভীর রাতে দৌরশিয়া গ্রাম থেকে তাদের টেলিফোন লাইন কেটে প্রায় ১ কিলোমিটার তার জড়িয়ে পিছন থেকে রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। সাহসী মুক্তিযোদ্ধা মুনজুর আলী রাজাকারদের অবস্থান ঘরে জানালা দিয়ে গ্রেনেড চার্জ করলে গোলাগুলি শুরু হয় এবং এই গোলাগুলিতে কতজন রাজাকার মারা গেছে তা জানা যায়নি তবে সাহসী একজন মুক্তিযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। তাকে ভারতে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হলে তিনি পথি মধ্যে মারা যায়। পরে তার নিজ গ্রাম চর পাকায় দাফন কাফন করা হয়। সেখানকার রাজাকার ক্যাম্প উচ্ছেদ হওয়ার পর আর ক্যাম্প বসাতে সাহস পায়নি।

❒ **দৌরশিয়া গ্রামে মর্মান্ড়িক গণহত্যা ঃ**

রাধাকান্ড়পুর আলিয়া মাদ্রাসার রাজাকার ক্যাম্প উচ্ছেদের পর পাকবাহিনী প্রতিশোধমুলক দৌরশিয়া, পারঘোড়াপাখিয়া, ছোট লম্পট, বড় লম্পট ও রাধাকান্ড়পুর গ্রামে নারকীয় গণহত্যা চালায়। নদী পারাপারের জন্য চকের ঘাট এলাকায় প্রায় শতাধিক নৌকা জমা হতো। প্রত্যক্ষদর্শী মাঝিদের ভাষ্যমতে রাত বারটার পর শুধু পাক আর্মিরা নদী পার হয়ে নদী তীরে পজিশন নেয়। সকালে রাজাকার ও তাদের সমর্থনকারী পিস কমিটির লোক এবং তাদের গোলা বারুদ বহন করার জন্য কিছু জনসাধারণকে

সঙ্গে নিয়ে নদী পার হয়। নদী পার হয়ে প্রায় হাজার খানেক লোক আল- াহু আকবার ধ্বনি দিতে দিতে দৌরশিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দৌরশিয়া গ্রামের অনতিদূরে তারা তিনভাগে ভাগ হয়ে প্রথম ভাগ যান পার ঘোড়াপাখিয়া গ্রামের দিকে, দ্বিতীয় ভাগ রাধাকান্ড়পুর ও মোল- াটোলা গ্রামের দিকে ও তৃতীয় ভাগ দৌরশিয়া গ্রামের দিকে যান। ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ইং দৌরশয়িা গ্রামে গিয়ে তারা গ্রামের চারদিক ঘিরে ফেলে এবং নিরীহ মানুষের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে ও সেখানে ৪২জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। লোকজন জীবন বাঁচাবার জন্য এদিক সেদিক ছুটাছুটি শুর“ করে। কিছু লোক প্রাণে বাঁচার জন্য জামে মসজিদে ঢুকে গিয়েও রেহাই পায়নি। মসজিদ থেকে টেনে টেনে রাস্ড়ার উপর নিয়ে গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা কর হয়। গণহত্যার পর তারা দক্ষিণ পশ্চিম মুখে গ্রামের দিকে চলে যায়। একই দিনে পার ঘোড়পাখিয়া গ্রামে ১৪ জন, বড় লম্পট গ্রামে ১০ জন, ছোট লম্পট গ্রামে তিন জন, রাধাকান্ড়পুর গ্রামে তিন জন গণহত্যার শিকার হয়। দৌরশিয়া একটি ছোট গ্রাম। পুর“ষ লোকেরা গণহত্যার শিকার। কিছু লোক গুলি খেয়ে আহত। এক কবরে তাদের দাফন কাফন করা হয়। প্রাণে বেঁচে যাওয়া ২/৪ জন লোক মহিলাদের নিয়ে কোন রকমে গর্ত করে লাশ মাটি চাপা দেয়। এদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা।

❐ **<u>খাসের হাট ও মনকষার গণহত্যা ঃ</u>**

একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য মতে সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সকাল ৭টার দিকে পাক আর্মি ও রাজাকার বাহিনী কানসাট নদী পার হয়ে খাসের হাটের দিকে যেতে থাকে। চলার পথে সামনে পড়া লোকজনকে সাথে নিয়ে খাসের হাটের দিকে এগিয়ে যায়। সকাল প্রায় ৯টার দিকে টাপ্পু ও চান শিকারী গ্রাম দুটি পাকবাহিনী ঘিরে ফেলে। সামনে পড়া লোকজনকে ধরে নিয়ে যায় খাসের হাট চত্বরে। সারাদিন বসিয়ে রেখে বিকেল ৫টার দিকে রাজাকারদের দিয়ে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। দু'টি গ্রামের বেশ কিছু বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। লোকজন ভয় ও আতংকে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরদিন ভয় ভীতির অপেক্ষা করে পড়ে থাকা লাশগুলির মধ্যে লোকজন নিজেদের আত্মীয়স্বজনের ১০/১২ জনের লাশ দাফন করেছিল। বাদবাকী লাশ কুকুর, শিয়াল, শকুন আর কাক, চিলের খাবার হয়েছিল। খাসের হাটের গণহত্যায় প্রায় ৬০/৬৫ জন লোক শহীদ হন। এ ঘটনার পর এলাকার লোকজনকে ঘরে ফেরার শক্তি ও সাহস যোগানের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা অনতিদূরে ক্যাম্প বসায়। কয়েকদিনের মধ্যে জনগণ ঘরে ফিরে যায়।

<u>মনাকষার গণহত্যা ঃ</u>

পাক হানাদার বাহিনীরা শিবগঞ্জ ঘাট পার হয়ে মনাকষা যাবার পথে সামনে পড়া লোকজনকে ধরে নিয়ে যায় মনাকষা হাট স্কুল মাঠে। সেখানে গুলি চালিয়ে হত্যা করে প্রায় ১৫/১৬ জনকে। এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে আরও হত্যা করে প্রায় ১২/১৪ জনকে।

❐ **<u>তেলকুপি যুদ্ধ ঃ</u>**

তেলকুপি গ্রামটি পূর্ব পশ্চিম দিকে লম্বা। পশ্চিম দিকে সীমান্ড় ও পূর্বপ্রান্ড়ে পাগলা নদী। গ্রামের মধ্যখানে বি.ও.পি ক্যাম্প। উক্ত গ্রামে অস্থায়ীভাবে মুক্তিযোদ্ধারা ডিফেন্স বসায় যাতে তাড়াতাড়ি থানাকে মুক্ত করা যায়। সে লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা চারিদিক থেকে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজাকার ও পাক হানাদার বাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান মিঞা এর নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী গেরিলা দলটিকে ঘায়েল করার জন্য তাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। কারণ তার দলটি বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কিছু রাজাকারকে জীবিত ধরে নিয়ে যায়। পাক আর্মির আশংকা এ দলটি যে কোন সময় শিবগঞ্জ আর্মি ক্যাম্পে আক্রমণ চালাতে পারে। প্রতিরোধ হিসাবে তারা বিনোদপুরে পাক ও রাজাকার যৌথবাহিনী ক্যাম্প বসায়। তেলকুপি আক্রমণের পূর্ব রাতে ধোবড়া ক্যাম্পের কিছু পাক আর্মি তেলকুপি গ্রামের সামনে নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থান নেয়। তারা নদী পার হতে না পেরে তাদের মুল দলটিকে সার্পোটিং হিসাবে সাহায্য করে। মূল দলটি বিনোদপুর হতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তেলকুপি গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে সকাল ৮টার দিকে ফায়ার ওপেন করে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কম থাকায় তারা দ্র“ত স্থান পরিবর্তন করে নীচু সর“ ক্যানালে পজিশন নিয়ে পাক বাহিনীর ফায়ারের জবাব দেয়। তাদের ৩ ইঞ্চি মর্টারের সেল ও মেশিনগানের গুলি মুক্তিযোদ্ধাদের উপর বৃষ্টির মত ঝরতে থাকে । অনতিদুরে থাকা শাহজাহান মিঞার গেরিলা দলটি তড়িঘড়ি করে তিনটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধরত দলের সাথে যোগ দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। বেলা প্রায় ১২টার দিক পাক আর্মিরা তাদের ফায়ার বন্ধ করে। কয়েক

ঘন্টা পর্যন্ড় তাদের আর কোন সাড়া শব্দ নেই। মুক্তিযোদ্ধারা ভাবল তারা হয়ত পিছনে সরে গেছে। শাহজাহানের দলটি অনতিদুরে মুল আস্ড়ানায় ফিরে যায় এবং খাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। এমন সময় পাক আর্মিরা গোলাগুলি করতে আরম্ভ করে। গ্রামবাসীরা দৌড়ে এসে জানায় পাক আর্মিরা তেলকুপি গ্রামকে ঘিরে ফেলেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে পাক আর্মি গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতীয় সীমান্ড় রক্ষীবাহিনীর রেঞ্জের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বর্ডার রক্ষীরা পাক আর্মির উপর সাপোর্টিং গুলি চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা নদীর ধার দিয়ে তাদের উত্তর দিকের অগ্রযাত্রাকে ঠেকিয়ে দেয়। পাক আর্মিরা বে-কায়দা দেখে পিছু সরতে থাকে। পিছু হটার সময় তারা বেশ কিছু বাড়িতে আগুন জ্বালায় ও লুটপাট করে।

আড়গাড়া যুদ্ধ ঃ

আড়গাড়া হাটে রাজাকারেরা একটি শক্তিশালী ক্যাম্প বসায়। রাজাকারেরা পাক আর্মির সহায়তা পেয়ে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতা পক্ষের লোকজনের নামের তালিকা তৈরি করে তাদের বাড়িঘর লুট থেকে শুর্ব করে চালায় নানা রকম নির্যাতন। তাদের অপকর্মের বির্বদ্ধে কারো মুখ খোলার সাহস ছিল না। মানুষের জীবন তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। এ সমস্ড় তথ্য সোনামসজিদ চেক পোস্ট মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে আসে। এ খবর শুনে মুক্তিযোদ্ধারা চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। মুক্তিযোদ্ধারা এলাকার রাজাকার ক্যাম্প উচ্ছেদের পরিকল্পনায় কাশিয়া বাড়ি ও বাজার এলাকায় ক্যাম্প বসায় সম্ভবত ১৯শে নভেম্বর। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, লেঃ আওয়াল ও লেঃ কাইয়ুম দলবল নিয়ে আড়গাড়া যুদ্ধে রওনা দেয়। তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে সকাল ৭টার দিকে প্রচন্ড কুয়াশার মধ্যে রাজাকার ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালায়। পেছন থেকে সার্পোটিং আর্টিলারি গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর রাজাকার ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যায়। তার নির্দেশে পিছন থেকে একটি গোলা রাজাকার থানা পাকঘরে পড়ে। ছাদ ধসে রাজাকার ক্যাপ্টেন গুর্বতরভাবে আহত হয়। রাজাকাররা বেশিক্ষণ টিকতে না পেরে মালামাল ফেলে পালিয়ে জীবন বাঁচায়। এতেএলাকাবাসীর মনে কিছুটা স্বস্ড়ি ফিরে আসে।

সোনামসজিদ ডিফেন্স যুদ্ধ ঃ

ধোবড়ায় পাক আর্মি প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়ায় প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব হয়ে উঠলে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর সীমান্ড় হতে প্রায় ২ কিলোমিটার ভিতরে সোনামসজিদ এলাকায় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে লম্বা আমের বাগানে প্রায় ১ কিলো এলাকায় ডিফেন্স বসায়। এ যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মুক্তিযোদ্ধা ডিফেন্স রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কারণ এখানকার ডিফেন্স উঠে গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের আস্ড়ানার কোন জায়গা থাকবে না। জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে পাক আর্মির উপর আর্টিলারির সেল নিক্ষেপ এবং বৃষ্টির মত গোলাগুলির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস যোগানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। যুদ্ধ চলে বিকেল প্রায় ৪টা পর্যন্ড়। হানাদাররা মুক্তিযোদ্ধাদের এক ইঞ্চিও পিছু সরাতে পারেনি। ১১ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের নিকট খবর আসে ধোবড়া ক্যাম্প হতে পাক আর্মি পালিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। তখন নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর এক দল মুক্তিযোদ্ধাকে পরীক্ষার জন্য গভীর রাতে সেখানে পাঠায়। মুক্তিযোদ্ধারা ধোবড়া পাক আর্মি ক্যাম্পের উপর বেশ কিছু গুলি চালায় কিন্তু পাক আর্মির কোন জবাব মেলেনি। মুক্তিযোদ্ধারা নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসে, পাক আর্মিরা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ১২ই ডিসেম্বর সাত সকালে জাহাঙ্গীর তার দলবল নিয়ে নবাবগঞ্জ সড়কপথে রওনা দেন। মুক্তিযোদ্ধারা ১১টার দিকে বারোঘরিয়া পৌছে ডিফেন্স গড়েন। তখনও নবাবগঞ্জ শহর মুক্ত হয়নি, পাক আর্মিরা জমায়েত হয়ে আছে। নদীর এপারে ওপার চলছে চরম যুদ্ধ। ১২ই ডিসেম্বর সকালে লোকমুখে ছড়িয়ে যায় যে পাক হানাদার বাহিনী শিবগঞ্জ থেকে পালিয়েছে গেছে। এ খবর পেয়ে মানুষ স্বস্ড়ির নিঃশ্বাস ফেলে এবং সকাল হতে অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনে অবালবৃদ্ধবনিতা মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যর্থনা জানায়। আত্মীয়-স্বজন মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ খবর নিতে থাকে। স্বাধীনতার মুখ দর্শন করে অতীতের সব দুঃখকষ্ট ভুলে তাদের মুখেও হাসি ফোটে। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর তার দল নিয়ে আকুন বাড়িয়া ঘাট দিয়ে মহানন্দা নদী পার হয়ে ১৩ই ডিসেম্বর বিকেল বেলা টিকরামপুর গ্রামে অবস্থান নেন। ১৪ ডিসেম্বর সকাল হতেই পাক সেনা আর মুক্তিসেনা মুখোমুখি হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ দখলের জন্য মুক্তিসেনারা প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যান। জাহাঙ্গীর তার দল নিয়ে নবাবগঞ্জ শহরে ঢোকার জন্য রেহাইচর পাক আর্মির বাংকারের উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হন। শেষ মুহুর্তে স্বপ্নের স্বাধীনতার মুখ তার আর দর্শন হল না। তিনি সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার পাশের মুক্তিযোদ্ধারা নৌকাযোগে নদী পার করে জাহাঙ্গীরের লাশ একটি জীপে বহন করে সোনামসজিদ প্রাঙ্গনে নিয়ে যায়। ঐতিহাসিক সোনামসজিদের সামনে তাকে দাফন করা হয়।

ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া ও জলবায়ু ঃ

শিবগঞ্জ উপজেলার ভূ-প্রকৃতি অত্যন্ড় বৈচিত্রময়। বরেন্দ্র ভূমির সকল বৈশিষ্ট্য এর ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলাবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ উপজেলার ভূ-ভাগ প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত- 'দিয়াড় ও বরেন্দ্র'। স্থানীয় ভাষায় এ দু'ভাগকে দিয়াড় ও বরিন্দ বলা হয়। সাধারণত পাগলা নদীর পশ্চিম অঞ্চল 'দিয়াড়' নামে পরিচিত। মনাকষা, বিনোদপুর, দুর্লভপুর, পাঁকা ও উজিরপুর ইউনিয়নের এবং শাহাবাজপুর, শ্যামপুর ও ছত্রাজিতপুর ইউনিয়নের আংশিক অংশ দিয়াড় অঞ্চলের অন্ড়র্ভূক্ত। দিয়াড় অঞ্চলের ভূ-ভাগ সাধারণত পলি দ্বারা গঠিত। এখানকার মাটি দো-আঁশ, ও বেলে দো-আঁশ প্রকৃতির। এ অঞ্চলে ধান, পাট, আখ, কলাই প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বর্তমানে আম বাগান ব্যাপকভাবে বিস্ড়ৃত হচ্ছে। এতে করে এ অঞ্চলের আদি ফসল কলাইসহ অন্যান্য ফসলর চাষ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। পাগলা নদীর পূর্ব পাশের শিবগঞ্জ পৌরসভা, নয়ালাভাঙ্গা, ধাইনগর, কানসাট, চককীর্তি, মোবারকপুর, দাইপুকুরিয়া ইউনিয়ন এবং শাহাবাজপুর, শ্যামপুর, ছত্রাজিতপুর ও ঘোড়াপাখিয়ার কিয়দংশ বরেন্দ্র বা বরিন্দ্র অঞ্চলের অন্ড়র্ভূক্ত। স্থানীয়ভাবে এ অঞ্চলকে কাঠাঁলী নামেও অভিহিত করা হয়। এ অঞ্চলের মাটি সাধারণত এটেঁল, দো-আঁশ ও এটেল মাটি। এ অঞ্চলে এক সময় প্রচুর কলাই, আখ ও ধান চাষ হতো। তবে বর্তমানে অত্যন্ড় নীচু বিল ও জলাঞ্চল ছাড়া সমগ্র অঞ্চল আম বাগানের অন্ড়র্ভূক্ত। আম বাগানের ফাঁকে ফাঁকে কিছু আখ এবং ধানের চাষ হচ্ছে।

শিবগঞ্জ উপজেলার অবস্থান গ্রীষ্ম প্রধান মৌসুমিগুঅঞ্চলে। এ অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণভাবে উষ্ণ ও আর্দ্র। বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং বায়ুর চাপের উপর ভিত্তি করে এ অঞ্চলের আবহাওয়াগত অবস্থাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ঃ (১) প্রাক-মৌসুমি, (২) মৌসুমি, (৩) মৌসুমি উত্তর এবং (৪) শীত। বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলে তুলনামুলকভাবে কম। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৪০৬ মিমি। প্রধানত মৌসুমি ঋতুতে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। আবার, স্থানভেদে এবং বছরে বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে পার্থক্য হয়ে থাকে। ইতোমধ্যেই এ এলাকাকে খরাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে এ এলাকার গড় তাপমাত্রা ২৫° সেঃ থেকে ৩৫° সেঃ পর্যন্ড় এবং শীতকালের গড় তাপমাত্রা ৯° সে থেকে ১৫° সে পর্যন্ড় উঠানামা করে। অর্থাৎ গ্রীষ্মে অত্যধিক গরম এবং শীতে অত্যধিক ঠান্ডাই হচ্ছে এ অঞ্চলের আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্মকালে কোন কোন সময় এ অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪৫° সে পর্যন্ড় উঠে থাকে, আবার শীতকালে তাপমাত্রা প্রায় ৫° সে এ নেমে আসে। এভাবে দেশের অন্যান্য এলাকার জলবায়ু থেকে সুস্পষ্টরূপে পৃথক এ অঞ্চলে চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।

শিবগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

০১।	উপজেলা প্রতিষ্ঠার তারিখ	ঃ	৭ নভেম্বর, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ
০২।	জেলা সদর হতে দুরত্ব	ঃ	২০ কি: মি:
০৩।	ভৌগোলিক অবস্থান	ঃ	উত্তর অক্ষাংশ ২৪°- ৩৪° ও ২৪°- ৫৪°, পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ৮৮°- ০১° ও ৮৮°- ১৪°
০৪।	আয়তন	ঃ	৫২৫.৪৩ বর্গ কি ঃ মিঃ
০৫।	লোকসংখ্যা	ঃ	(পুরুষ: ৩২৩৬২২+মহিলা: ৩০২৮৮৯+হিজড়া: ৯) = ৬২৬৫২০ জন
০৬।	পুলিশ স্টেশন	ঃ	১টি
০৭।	ইউনিয়ন	ঃ	১৫টি
০৮।	পৌরসভা	ঃ	১ টি
০৯।	আবাদী জমি	ঃ	৩৭৩৭০ হেক্টর
১০।	অনাবাদী জমির পরিমাণ	ঃ	১৫১৭৩ হেক্টর
১১।	মোট ফসলী জমির পরিমাণ	ঃ	৮৪১৮০ হেক্টর
১২।	খাস জমি	ঃ	৪৫৮৭.০৪৫২ একর
১৩।	মোট মৌজার সংখ্যা	ঃ	২০০টি
১৪।	গ্রাম ও মহল্লার সংখ্যা	ঃ	৪৫৯টি
১৫।	শিক্ষার হার	ঃ	৬২.০৭ শতাংশ
১৬।	সরকারি কলেজ	ঃ	১ টি
১৭।	বেসরকারি কলেজ		১৯ টি
১৮।	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	১ টি
১৯।	বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়		৭৯ টি
২০।	মাদ্রাসা		৪৯ টি
২১।	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		২৩৯ টি
২২।	অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঃ	১৮৬টি (কেজি স্কুল, মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম)
২৩।	পি.টি.আই	ঃ	১টি
২৪।	ব্যাংক	ঃ	১৪ টি

২৫।	বক্ষব্যাধি ক্লিনিক	ঃ	১টি (বেসরকারি)
২৬।	পাঁকা রাস্তা	ঃ	৪৫৭ কিঃ মিঃ
২৭।	কাঁচা রাস্তা	ঃ	৮৩৪ কিঃ মিঃ
২৮।	ডাকবাংলো/রেস্ট হাউস	ঃ	৪ টি
২৯।	স্টেডিয়াম	ঃ	১ টি
৩০।	হাটবাজার	ঃ	২৩ টি
৩১।	জলমহাল	ঃ	১৩৫ টি
৩২।	অর্পিত সম্পত্তি	ঃ	৭১২.৫৫৩১ একর
৩৩।	আদর্শ গ্রাম	ঃ	২টি
৩৪।	ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা	ঃ	১৬টি
৩৫।	এনজিও	ঃ	৮০টি
৩৬।	সীমান্ত চৌকি	ঃ	১৫টি
৩৭।	সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য	ঃ	৫৫ কিঃ মিঃ
৩৮।	স্থল বন্দর	ঃ	১ টি
৩৯।	আবহাওয়া	ঃ	চরম ভাবাপন্ন
৪০।	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	ঃ	৪১° সেলসিয়াস
৪১।	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	ঃ	৫°সেলসিয়াস
৪২।	নদ-নদী	ঃ	পদ্মা, মহানন্দা ও পাগলা
৪৩।	অর্থকরী ফসল	ঃ	আম ও ইক্ষু
৪৪।	আমের উৎপাদন	ঃ	৪১৯৯০.০০ একর জমিতে ১৫৪০০০ মেঃ টন
৪৫।	কুটির শিল্প	ঃ	নক্সীকাঁথা, রেশম, লাক্ষা, মৃৎশিল্প ও চমচম।
৪৬।	লোক ঐতিহ্য	ঃ	গম্ভীরা, আলকাপ, মেয়েলী গীত
৪৭।	স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি	ঃ	ঐতিহাসিক সোনামসজি প্রাঙ্গণে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ও মেজর নাজমুল হক টুলুর সমাধি এবং বালিয়াদিঘিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবর

৪৮।	দশর্নীয় স্থান	ঃ	ঐতিহাসিক সোনামসজিদ, তাহখানা, শাহনেয়ামতুল্লাহ (রাঃ) এর মাজার, দারাসবাড়ী মসজিদ, বালিয়াদিঘী, চামচিকা মসজিদ (খঞ্জনদিঘি), বঙ্গবন্ধু লাইভ ম্যাংগো মিউজিয়াম (রাজার বাগান)।
৪৯।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ত্বরান্বিতকরণ	ঃ	যথাসময়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করার জন্য জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, ইমাম, শিক্ষক, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভায় জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।
৫০।	বাল্যবিবাহ নিরোধ	ঃ	বাল্যবিবাহ নিরোধ এর জন্য জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, ইমাম, শিক্ষক, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভায় জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।
৫১।	মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধ	ঃ	মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, ইমাম, শিক্ষক, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৫২	নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ উদ্বুদ্ধকরণ	ঃ	নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, ইমাম, শিক্ষক, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভায় জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ অব্যাহত রয়েছে।
৫৩	সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল	ঃ	সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে জুম্মা'র খুতবায়, জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভায় জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ অব্যাহত রয়েছে।
৫৪	বাংলা ১৪২৯ সনের হাট-বাজার ইজারা	ঃ	হাট-বাজার ২৩টি ইজারাকৃত ১৫টি, ইজারালব্ধ আয় ৩,৬৮,২৭,৭২৮/-
৫৫	জলমহাল ইজারা (বাংলা ১৪২৯-১৪৩১)	ঃ	জলমহালের সংখ্যা=১৩৫টি (ইজারাযোগ্য ৭২টি, ইজারাঅযোগ্য=৬৩টি) ইজারাকৃত=৪৪টি, ইজারালব্ধ আয়= ১২,৭৫,৫৮২/-

			ইজারা হয়নি= ২৮টি
৫৬	এডিপি বরাদ্দ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন	ঃ	২০২১-২০২২ অর্থ বরাদ্দ= ১,১৯,৯০,০০০/- গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা= ২৫টি বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা= ২৫টি ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ= ১,১৯,৮৯,৫১৪/-
৫৭	মুজিববর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ	ঃ	সরকারি বরাদ্দ= ১১৮৮টি গৃহ নির্মিত ঘর সংখ্যা= ১১৮৮টি

আয়তন ও জনসংখ্যা ঃ

শিবগঞ্জ উপজেলার মোট আয়তন ৫২৫.৪৩ বর্গ কিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা ৫,০৮,০৯২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২,৬১,৭১৩ জন এবং মহিলা ২৪৬৩৭৯ জন। জন সংখ্যার ৯২% পল্লী অঞ্চলে এবং বাকী ০৮% শহর অঞ্চলে বসবাস করে। উপজেলায় মোট পরিবার সংখ্যা ৯৪৩১৭ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৯৬৭ জন। নিম্নে পৌরসভা ও ইউনিয়নভিত্তিক আয়তন ও জনসংখ্যা প্রদর্শিত হলো।

ক্রঃ নং	পৌরসভা/ইউনিয়ন	আয়তন (একর)	লোক সংখ্যা			মন্তব্য
			পুরুষ	মহিলা	সর্বমোট	
১	শিবগঞ্জ পৌরসভা	৫৪৮৬	১৮৪৪৩	১৭৪৮২	৩৫৯২৫	
২	বিনোদপুর	৬৬৯৬	১৮৫৮৪	১৭৪১৯	৩৬০০৩	
৩	চককীর্তি	৮৪১৭	১৬৩৫১	১৫৮৫৭	৩২২০৮	
৪	দাইপুকুরিয়া	১০৫০৯	১৫৫৪৫	১৫০৯৩	৩০৬৩৮	
৫	ধাইনগর	৬৮৪৫	১৭৬৫৬	১৭১২১	৩৪৭৭৭	
৬	দুর্লভপুর	১২৭১০	২৫১৬৬	২৩২৫৬	৪৮৪২২	
৭	ঘোড়াপাখিয়া	৫৪২৩	৮২৫২	৮১৭০	১৬৪২২	
৮	কানসাট	৮৬৬৪	১৭৫৮৫	১৬৬০৯	৩৪১৯৪	
৯	মোবারকপুর	৭৮৬৬	১৩০৭৫	১২২৭০	২৫৩৪৫	
১০	মনাকষা	১০৫৯৩	২২৯৭৭	২১৪৭৭	৪৪৪৫৪	
১১	নয়ালাভাঙ্গা	৪০১২	১৮৯৭৭	১৮৬৪৩	৩৭৬২০	
১২	পাঁকা	১১৮৪১	৯৬৫৪	৮৯০৯	১৮৫৬৩	নদী ভাঙ্গন কবলিত হওয়ায় বর্তমানে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।
১৩	ছত্রাজিতপুর	২৫২৮	১০৯৪৩	১০৩৩৬	২১২৭৯	
১৪	শাহবাজপুর	১২৮৪১	২৪২৩৯	২১৬৮৪	৪৫৯২৩	

১৫	শ্যামপুর	৬৯৪০	১৮৩১৮	১৬৪৩১	৩৪৭৪৯	
১৬	উজিরপুর	৪৪০১	৫৯৪৮	৫৬২২	১১৫৭০	নদী ভাঙ্গন কবলিত হওয়ায় বর্তমানে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

অধিবাসী ঃ

শিবগঞ্জ উপজেলার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম ধর্মাবলম্বী। মোট জনসংখ্যার ৯৬.৫২% মুসলিম এবং হিন্দু ৩.৪৮%। অদ্যাবধি এ অঞ্চলের অধিবাসী হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। ভারত বিভাগের পূর্বে এ অঞ্চলে বহু বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারের বসবাস ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরে হিন্দু জনগোষ্ঠি পর্যায়ক্রমে শিবগঞ্জ হতে চলে গিয়েছে। অপরদিকে মুসলমান মোহাজেরগণ এখানে এসে বসবাস শুরু করে। অধিবাসীদের মধ্যে সুন্নি, হানাফী সম্প্রদায়ভূক্ত মুসলমানই বেশী। শিবগঞ্জ পৌরসভা ও নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়নের হরিপুর মৌজায় বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁতী শ্রেণীর কিছু অধিবাসী রয়েছে যারা রেশমের কাপড় তৈরী করে ঢাকা ও অন্যান্য শহরে প্রেরণ করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দেখা যায়। মৈথিলী ব্রাহ্মণ হতে আরম্ভ করে চাই মণ্ডল, রাজবংশী, পলিয়া প্রভৃতি নানা শ্রেণীর হিন্দু এখানে বাস করে। শহরাঞ্চল ছাড়াও মধ্যবিত্ত বহু হিন্দু গ্রামে বসবাস করে। গোঁসাই, গিরি, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হিন্দুও কিছু সংখ্যক দেখা যায়। সকল ধর্ম ও মতের মানুষ শান্তি পূর্ণভাবে এখানে বসবাস করছে।

অধিবাসীদের ধর্মের ভিত্তিতে ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	পৌরসভা/ইউনিয়ন	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য	উপজাতি
১	শিবগঞ্জ পৌরসভা	৩৪৩৫৩	১৫৩৫	১		৩৬	৮
২	বিনোদপুর	৩৫০৯৯	৯০৪				
৩	চককীর্তি	৩০৬০২	১৬০৫			১	
৪	দাইপুকুরিয়া	৩০০১	৬২৫			১২	
৫	ধাইনগর	৩৩৮২৩	৯৫২			২	
৬	দুর্লভপুর	৪৭৬৮৬	৬৭১	১		৬৪	১৩
৭	ঘোড়াপাখিয়া	১৫৯৫৩	৪৬৮			১	
৮	কানসাট	৩৩০৭৮	১১১৫			১	১০
৯	মোবারকপুর	২৪৬৩৯	৭০৬				
১০	মনাকষা	৪২৭৬১	১৫১৪	১১৪		৬৫	
১১	নয়ালাভাঙ্গা	৩৫৯৬৮	১৬৫২				
১২	পাঁকা	১৮০৯১	৪৭১	১			৫
১৩	ছত্রাজিতপুর	২০৭৩৭	৫৪২				১২
১৪	শাহবাজপুর	৪৪৯৭৫	৯৪৬	২			
১৫	শ্যামপুর	৩৩৭৫০	৯৩৬		১	৬২	
১৬	উজিরপুর	১১৪৪৭	১২৩				
মোট =		৪২৭৪৬৩	১৪৭৬৫	১১৯	১	২৪৪	৪৮

শিবগঞ্জ উপজেলার অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন পেশাজীবি পাওয়া যায়। এর মধ্যে-

কৃষি ৩৯.৩৭%

কৃষি শ্রমিক ২০.৩%

অকৃষি শ্রমিক ৫.৮৪%

ব্যবসা ১৮.৪২%

চাকুরী ২.৭১%

শিল্প ১.৭৭%

নির্মাণ ১.২৮%

অন্যান্য .... ৯.৯৫%।

<u>পেশাভিত্তিক ইউনিয়নভিত্তিক ১০ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে অধিবাসীদের চিত্র নিম্নরূপ ঃ</u>

ক্রঃ	পৌরসভা/ ইউনিয়ন	১০ বৎসর বয়সের উর্ধে মোট অধিবাসী	বেকার	কাজ খুজছে	গৃহিনী/ গৃহকর্মী	কৃষি	শিল্প	পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস	নির্মাণ	পরিবহন	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	ব্যবসা	চাকুরী	অন্যান্য
১	শিবগঞ্জ পৌরসভা	২৬৭০৭	৮৫৬৯	৬০৫	৮৭২৯	৩২২০	৪০৯	১২	৬৩১	৪৪৪	৪৩	২০২৯	৪৪৭	১৫৬৯
২	বিনোদপুর	২৫২২৬	৫৬২১	২৯৫	৯৪৬৪	৬৫৮০	২৩	২	৫৮	৭১	৪	১৭৮৭	২৪	১২৯৭
৩	চককীর্তি	২৩৪৭৩	৬৬৭০	৩৩৯	৮৬২০	৪৭১৯	৫০	৫	৯১	৯১	২৩	১৭১৪	১০৪	১০৪৭
৪	দাইপুকুরিয়া	২২০৯১	৫৪৫০	২৫৪	৮২৮৯	৫৯২৯	১৯	৪	৪৪	৩৮	৩	৭৯৪	৯৯	১১৬৮
৫	ধাইনগর	২৫৩৯৬	৬৪৮৯	২৮৯	৯২৮৭	৬০৭১	৩৬	৫	৯৮	৫৩	৪	১২৬৭	৭৩	১৭২৪
৬	দুর্লভপুর	৩৩৩৮৫	৯৮৮৪	৪৪২	১০৮০৬	৮৫৬৪	৬২	৭	৩৩৯	১৫৫	৭	১২১৬	৫০৪	১৩৯৯
৭	ঘোড়াপাখিয়া	১১৫১৩	৩৩৮৩	২৫২	৪৩০২	১৫১৬	১৪		১৬৮	৫৮	৫	১০৪৩	৮	৭৬৪
৮	কানসাট	২৫২৭৩	৭০৫৪	১৯৩	৯০৪২	৪১৬৭	৩৫১	১৯	২৯০	২৬৩	৪৯	২৩৪৮	১৬৪	১৩৩৩
৯	মোবারকপুর	১৮৭৭২	৫৫৪৭	১৪৬	৬৫৯১	৪৪০৪	১৫	২	২৮	১২০	১	৭৫৯	১২৯	১০৩০
১০	মনাকষা	৩০১৩০	৯০৭২	৪৪৪	৯৭৩৫	৭৬৬৪	৩৪	১৫	৪৩৬	৫০	১	১৩৯৮	৪৬	১২৩১
১১	নয়ালাভাঙ্গা	২৭৭৯৩	৯১৪৯	৫০০	৯০৮৮	৪৭২১	২৪৫	৩	৩১৭	২১১	১৪	২১৫৪	৯৭	১২৯৪
১২	পাঁকা	১২৬৩৫	৩০৫১	১৭১	৪৩৭৮	৪৪৫২	১৬	১	২৬	৪	৪	২৪১	৫৮	২৩৩
১৩	ছত্রাজিতপুর	১৫৮৭১	৫৩৭৫	৩৬৮	৫১৪২	২৪৫০	৩৮	৭	৪৫৪	১৯০	২৩	১৩৫৫	৩৬	৪৩৩
১৪	শাহবাজপুর	৩২৬৬৫	৮৮০৬	৫২১	১১১২৫	৯৭৩৩	৩৬	৬	৮৮	৮০	১১	৯৫০	৬০	১২৪৯
১৫	শ্যামপুর	২৫০২৭	৬৫৬২	২৫৫	৮৮২৮	৬০৮৬	২১	২	১৪৩	৫৬	১১	১৪৮৭	৪৮	১৫২৮
১৬	উজিরপুর	৮৩২০	২৬২৪	১০৪	৩০৪৮	১৫৯৫	৭		৩২	৪	৪	৬৬৩	২৮	২১১
	মোট =	৩৬৪২৭৭	১০৩৩০৬	৫১৭৮	১২৬৪৭৪	৮১৮৭১	১৩৭৬	৯০	৩২৪৩	১৮৪৮	২০৭	২১২০৫	১৯২৫	১৭৫১০

নদ-নদী ও খাল-বিল ঃ

শিবগঞ্জ উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত নদীর মধ্যে রয়েছে পদ্মা, পাগলা, মহানন্দা।

পদ্মা নদী ঃ

বর্তমানে প্রবাহিত পদ্মানদী ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে শিবগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে দুর্লভপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর মৌজা দিয়ে শিবগঞ্জ তথা বাংলাদেশে প্রবেশ করে পাঁকা ও উজিরপুর হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে প্রবেশ করেছে। পদ্মা নদীর অপর একটি ধারা পৃথকভাবে দুর্লভপুর ইউনিয়নের হাসানপুর মৌজা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পাঁকা ইউনিয়ন ও উজিরপুর পর্যন্ড় দুটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে উজিরপুর ইউনিয়নে এসে উভয় ধারা একত্রে মিলিত হয়ে সদর উপজেলায় প্রবেশ করেছে। এছাড়া মূল পদ্মা নদী ভারতের মালদহ জেলা থেকে এ উপজেলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত মনাকষা ইউনিয়নের পারচৌকা মৌজা দিয়ে শিবগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে দুর্লভপুর, পাঁকা, উজিরপুর, ছত্রাজিতপুর ও ঘোড়াপাখিয়া ইউনিয়নের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রবেশ করেছে। বর্তমানে এটি মরা গঙ্গানদী নামে পরিচিত। এর প্রবাহ বর্তমানে তেমন পরিলক্ষিত হয়না। পদ্মা নদী প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে শিবগঞ্জ উপজেলার পাঁকা, উজিরপুর, ঘোড়াপাখিয়া ও দুর্লভপুর ইউনিয়ন নদী ভাঙ্গন কবলিত। বর্তমান পাঁকা ও উজিরপুর ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

পাগলা নদী ঃ

শিবগঞ্জ উপজেলার এক সময়ের স্রোতস্বিনী হিসেবে পাগলা নদীর নাম এখন ও শোনা যায়। তবে বর্তমানে নদীটিরপ্রবাহ অত্যন্ড় ক্ষীণ। পাগলা নদী ভারতের মালদহ জেলা থেকে শিবগঞ্জ উপজেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে শাহবাজপুর ইউনিয়নের নামোচাকপাড়া মৌজা দিয়ে শিবগঞ্জ তথা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। অতপরঃ তা শাহাবাজপুর, বিনোদপুর, শ্যামপুরের মধ্য দিয়ে কানসাট ও দুর্লভপুর ইউনিয়নের পাশ ঘেঁষে ছত্রাজিতপুর উজিরপুরের সন্নিকটে তরতীপুর নামক স্থানের পাশে মরা পদ্মানদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এ মিলিত সম্মিলিত স্রোতধারা পাগলানদী নামে ছত্রাজিতপুর ও ঘোড়াপাখিয়া ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রবেশ করেছে।

মহানন্দা নদী ঃ

মহানন্দা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্যতম নদী হলেও শিবগঞ্জ উপজেলায় এ নদীর আয়তন কম। এ নদী গোমস্ড়াপুর উপজেলা হতে চককীর্তি ইউনিয়নের রানীবাড়ী ও পূর্ব চাঁদপুর মৌজার মধ্য দিয়ে শিবগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে চককীর্তি ও ধাইনগর ইউনিয়নের তথা শিবগঞ্জ উপজেলার পূর্ব সিমানা ঘেঁষে প্রবাহিত হয়ে ধাইনগর ইউনিয়নের জাবড়ী কাজীপাড়ায় গিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রবেশ করেছে।

বারো মাসী খাল ঃ

ভোলাহাট উপজেলা থেকে বারোমাসী খাল শিবগঞ্জ উপজেলার দাইপুকুরিয়া ইউনিয়নের কর্ণখালী মৌজা দিয়ে শিবগঞ্জ উপজেলায় প্রবেশ করে উপজেলার উত্তর পূর্ব সীমানা ঘেঁষে দাইপুকুরিয়া ও মোবারকপুর ইউনিয়নের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কানসাট বাজারের নিকটে এসে পাগলা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বিল ঃ

শিবগঞ্জ উপজেলার উলে- খযোগ্য বিলের মধ্যে রয়েছে কুমারদহ বিল, গোরালী বিল ও বিল ভাতিয়া। এ সমস্ড় বিলে সারা বছর পানি থাকায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। বর্তমানে এখানে বানিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করা হচ্ছে।

বিভিন্ন উৎস থেকে উপজেলার চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলা অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যাদি (প্রকৌশল বিভাগ এল.জি.ই.ডি)ঃ

পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপজেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতায় সকল উন্নয়নমূলক ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ উপজেলা প্রকৌশল দপতএরর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন হওয়ায় উপজেলা পরিষদের অধিকাংশ অবকাঠোমো উন্নয়ন ও রক্ষণাক্ষেণ কাজ উপজেলা প্রকৌশল দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা প্রকৌশলীর নেতৃত্বে ২০ জন দক্ষ জনবল শিবগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশল দপ্তরে কর্মরত আছে।

উপজেলা সদরের সাথে সকল ইউনিয়ন সদরের, ইউনিয়ন সদরের সাথে সকল গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজারের এবং সকল গ্রামের সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ কালভার্ট, আন্তঃইউনিয়ন ও আন্তঃ গ্রাম সংযোগ সড়ক উন্নয়নও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অত্র দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়। এছাড়া উপজেলা পরিষদের নতুন ভবন নির্মাণ, নতুন ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার সমূহের উন্নয়ন কাজ এলজিইডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে নতুন ভবন নির্মাণের দায়ীত্ব ও সরকার এলজিইডি'র উপর অর্পণ করেছে। অর্থাৎ উপজেলা অবকাঠামো উন্নয়নের প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে।

তথ্যাদি	রাস্তার সংখ্যা	রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	পাকা (কিঃমিঃ)	HBB (কিঃমিঃ)	কাঁচা (কিঃমিঃ)	কালভার্ট/ ব্রীজ সংখ্যা	কালভার্ট/ ব্রীজ (মিটার)	মন্তব্য
উপজেলা সড়ক	১১	৮৮.৪১০	৬৮.১৯০	১.১৩০	১৯.১০০	৭৩	৯৩৯.৪০	
ইউনিয়ন সড়ক	৩৯	২০২.২১০	১৩৬.৫৬	৪.৫২০	৬০.৯১০	১৬৬	১০৮০.৬৫	
ভিলেজ রোড-এ	১৬৮	৩৭৭.৫৪০	৯৫.৯২০	৩৭.০৫০	২৪৪.৪৭০	১৯১	৭১৯.৮১	
ভিলেজ রোড-বি	৪৬৩	৬১৬.৭৯০	৩৩.০৮০	৩৭.৮২০	৫৪৫.৮৮০	৯৬	৩৯৫.৫৩	
মোট	**৬৮১**	**১২৮৪.৯৫০**	**৩৩৩.৭৫০**	**৮০.৫২০**	**৮৭০.৩৬০**	**৫২৬**	**৩১৩৫.৩৯**	

উপজেলার ২০২১-২০২৬ সালের এলজিইডি বিভাগের কর্মকান্ড

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পরিমান কিঃমিঃ/ সংখ্যা	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের উৎস	মন্তব্য
১।	উপজেলার বিভিন্ন রাস্তা পাকা করন	১৩.৬০ কিঃমিঃ	৫৮৬.০০	জিওবি ও দাতা সংস্থা	
২।	বিভিন্ন রাস্তায় ব্রীজ কালভার্ট নির্মান	১৬৪.৩৯ মিঃ	৫৯৮.০০	জিওবি ও দাতা সংস্থা	
৩।	পাকা রাস্তা মেরামত করন	৬.৫৭২ কিঃমিঃ	১০৫.০০	জিওবি	
৪।	সরকারী প্রাঃ বিঃ ভবন নির্মান	২৮টি	১১৫৮.০০	জিওবি ও দাতা সংস্থা	
৫।	ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ	৩টি	২৫২.০০	জিওবি	
৬।	সরকারী প্রাঃ বিঃ মেরামত	৫টি	১৫.০০	জিওবি	

উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সবার জন্য স্বাস্থ্য এই মূলমন্ত্রে উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস শিবগঞ্জ উপজেলার ১৬ টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। এ অঞ্চলের ডায়রিয়া ও পানি বাহিত রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সহকারী দ্বারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উদ্ধুদ্ধ করে থাকে। তাছাড়া শিশুদের মারাত্বক ৬ টি রোগ প্রতিরোধের জন্য ইপিআই কার্যক্রম প্রতি ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে কালাজ্বর রোগী, জটিল রোগী সনাক্তকরণ ও রেফারাল কার্যক্রমে মাঠ কর্মীরা সহায়তা করে থাকে।

শিবগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ৪৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র	কেন্দ্রের সংখ্যা	ডাক্তারের পদ সংখ্যা	বর্তমান ডাক্তারের সংখ্যা	স্বাস্থ্য সহকারীর পদ সংখ্যা	বর্তমান স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা	স্বাস্থ্য কর্মীর পদ সংখ্যা	বর্তমানে স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০১	২০	১৪	৮০	-	-	-
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৬	১৬	১৪	-	-	-	-
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা	১৬	-	SACCMO- ১৬ জন, F.W.V- ১৫ জন।	-	-	-	-
কমিউনিটি ক্লিনিক	৫০	-	সিএইচসিপি- ৫০ জন	-	-	-	-

বর্তমান চিত্র	বার্ষিক মোট সংখ্যা/হার	সেবার ধরণ	মন্তব্য
জরুরী বিভাগে স্বাস্থ্য সেবা/২০২০	৭৬৯৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	
বহিঃ বিভাগে স্বাস্থ্য সেবা/২০২০	৬০৯৮৩	ঐ	UHC
আন্তঃ বিভাগে স্বাস্থ্য সেবা/২০২০	৬৫০২	চিকিৎসা	

উপজেলার ২০২১-২০২৬ সালের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকান্ড

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের উৎস
ই.পি.আই	১০০%	৯৮%	১২৫৭৫০/-	এণ্ডই- (উন্নয়ন)
ভিটামিন এ পাস	১০০%	১০০%	-	ঐ

উপজেলা পরিবার পকিল্পনা বিভাগ

শিবগঞ্জ উপজেলার পল্লী অঞ্চলের বসবাসকারী বিশাল জনগোষ্ঠীর পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিশু মৃত্যু রোধ ও বাল্য বিবাহ বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগণের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও বেশী। এ অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও পরিবেশের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন জমির পরিমান কমে যাচ্ছে অন্যদিকে গাছ পালা কেটে তৈরী করা হচ্ছে নতুন নতুন বসতবাড়ী ও কলকারখানা। এভাবে চলতে থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে নষ্ট হবে। এ প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করতে না পারলে এ বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও অন্যান্য চাহিদা মেটানো কঠিন হয়ে পড়বে।

এক নজরে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের তথ্য

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্য
০১	ইউনিয়নের সংখ্যা	১৬টি
০২	ইউনিট সংখ্যা	৯৮টি
০৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা	৬টি
০৪	কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	৪৬টি
০৫	উপজেলায় মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	১২৬৭৭১(নভেম্বর/২০২১ রিপোর্ট অনুযায়ী)
০৬	সর্বমোট পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০২১৮৭ (নভেম্বর/২০২১ রিপোর্ট অনুযায়ী)
০৭	পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার	৮০.৬১ (নভেম্বর/২০২১ রিপোর্ট অনুযায়ী)
০৮	স্যাটেলাইট ক্লিনিকের সংখ্যা	৫৬টি
০৯	সিএসবিএ (কমিউনিটি স্কিল বার্থ এ্যাটেনডেন্স) সংখ্যা	৩৫

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর শিবগঞ্জের ১৬টি ইউনিয়নের পরিকল্পিত পরিবার গঠন, মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্যেও উন্নয়ন এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এখন গত জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত কাজের কাজের অগ্রগতির তথ্য প্রদত্ত হলো।

উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকান্ড

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের টাকার উৎস
স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ)	৬৫০	১১১	৩৫৪৬৪৫.০০	রাজস্ব+উন্নয়ন
স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা)	২০০	৫০১	১৬০০৬৯৫.০০	ঐ
ইমপ্ল্যান্ট	১১৬৩	৩৩২	১২৯৪৮০.০০	ঐ
আইইউডি	৬৪৩	২৬৩	৮১৫৩০.০০	ঐ
ইনজেকশন	৫৭৬	৩০১১	-	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রাপ্ত।
কনডম	০	২৭৩৫	-	ঐ
খাবার বড়ি	৯৫৩	৬০৬৩	-	ঐ

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

অর্থ বছর- ২০২১-২০২৬

মাস	মোট সক্ষম দম্পতি	নতুন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা							মোট পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা	পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার
		খাবার বড়ি	কনডম	ইনজেকশন	আইইউডি	ইমপ্ল্যান্ট	স্থায়ী পদ্ধতি			
							পুরুষ	মহিলা		

জুলাই/২১	১২৩৬২৭	৪৬৮	২০৩	২৫৯	১৯	১৭	৫	৩০	৯৮২৫০	৭৯.৪৭
আগস্ট/২১	১২৩৭২৫	৪৯০	১৬৮	১৬৮	১৭	৭	৬	২১	৯৮১৬৩	৭৯.৩৪
সেপ্টেম্বর/২১	১২৩৮২৭	৪৮৭	১৯৫	২৬৭	২৫	২২	২০	৪৮	৯৮৩০৯	৭৯.৩৯
অক্টোবর/২১	১২৪০১৪	৫৬৮	২৪৩	২৭১	৩২	২৫	২৫	৪৫	৯৮৬৩১	৭৯.৫৩
নভেম্বর/২১	১২৪১৩১	৫৪৩	২১০	২৫১	৩০	২৪	৯	৫৮	৯৯০০৬	৭৯.৭৬
ডিসেম্বর/২১	১২৪৩১১	৫০১	২৮৩	২২৯	২৩	২৫	২	২৩	৯৯০৮১	৭৯.৭০
জানুয়ারী/২২	১২৪৫৭৭	৫১১	২১১	২৬৮	১৯	২৮	৯	৫১	৯৯৩৫৭	৭৯.৭৬
ফেব্রুয়ারী/২২	১২৪৫৬৭	৪৬৫	২৪৮	১৮৮	২৩	৪৪	১২	৫৯	১০০১০৮	৮০.৩৬
মার্চ/২২	১২৪৮২৬	৫২২	২১৫	২৭৫	১৪	৪১	৬	৫৪	১০০৩৪৩	৮০.৩৯
এপ্রিল/২২	১২৫১১২	৪৯৯	২৩৮	২৯৭	১৮	৪৭	৬	৫১	১০১৩৬৯	৮১.০২
মে/২২	১২৫২৬৬	৪৭৯	২৩২	২৮৩	১৫	২৫	৪	২৮	১০১৫০৯	৮১.০৩
জুন/২২	১২৫৪১৯	৫৩০	২৮৯	২৫৫	২৮	২৭	৭	৩৩	১০১৬৯৫	৮১.০৮
সর্বমোট	**১৪৯৩৪০২**	**৬০৬৩**	**২৭৩৫**	**৩০১১**	**২৬৩**	**৩৩২**	**১১১**	**৫০১**	**১০১৬৯৫**	**৮১.০৮**

মৎস্য বিভাগ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মৎস্য সম্পদের মোট উৎপাদন বৃদ্বির মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি চাহিদা মিটানো। উপজেলায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্যচাষীদের মাঝে ঋণ বিতরণ, পুকুর পরিদর্শন পূর্বক সংস্কারের জন্য পরামর্শ প্রদান, গুনগত ও মানসম্মত পোনা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারী ও নার্সারী পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান, মৎস্য আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাট-বাজার, পরিবেশ উপযোগী মৎস্য আগত, হ্যাচারী ও নার্সারী উন্নয়ন ও পরামর্শ প্রদানসহ উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তিকরনের মাধ্যমে মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়িত হচ্ছে। আয়বর্ধনকারী মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষন ও সম্প্রসারণে ব্যবস্থা গ্রহণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্বতিতে মৎস্য চাষে উৎসায়িত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; এ ছাড়া প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ, মাছের উন্নত পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, মাছের রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য সহায়তা প্রদান এবং প্লাবন ভূমিতে অবকাঠামো তৈরীর মাধ্যমে মৌসুমী মাছ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রাকৃতিক জলাভূমিতে মাছের নিরাপত্তা প্রদান এ সেক্টর উন্নয়নের মূল লক্ষ্য।

এক নজরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মৎস্য বিভাগীয় তথ্যাদি,

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	বিবরণ	মন্তব্য
০১	উপজেলার নাম	শিবগঞ্জ	
০২	জনসংখ্যা (২০১১ ইং সালের আদম শুমারি মোতাবেক)	পুরুষ - ২,৯৫,৩৩৮ জন	
		মহিলা - ২,৯৫,৮৪০ জন	
		মোট - ৫,৯১,১৭৮ জন	
০৩	পৌরসভার সংখ্যা	০১ টি	
০৪	ইউনিয়নের সংখ্যা	১৫ টি	

পুকুর/ দীঘির তথ্যঃ

০৫	পুকুরের সংখ্যা	আয়তন (হেঃ)	উৎপাদন (মেঃ টন)	মন্তব্য
	সরকারী - ২৬৫ টি	৮৫.০২	৩৪০.০৮	
	বেসরকারী - ১১৮৪ টি	২৫৫.৮০	১০৯১.২০	
	মোট - ১৪৪৯ টি	৩৪০.৮২	১৪৩১.২৮	

নদ/নদী/খাল/বিল/পপ্তাবণ ভূমি ইত্যাদির তথ্যঃ

০৬	নদ/ নদীর নাম	সংখ্যা	আয়তন (হেঃ)	উৎপাদন (মেঃ টন)	মন্তব্য
	মহানন্দা, পাগলা ও পদ্মা	০৩ টি	১৬৫৩.৩৭	১৬৫৪.০	
০৭	খাল/ মরা নদীর তথ্য ঃ ক) খাল - (পিঠালিতলা ও মোবারকপুর) খ) মরা নদী - (ইসলামপুর গংগাপদ)	০২ টি ০১ টি	১২.৭৯ ২৩৪.৯৩	১.৮ ২৩৪.০	
০৮	বিলের তথ্য	০৯ টি	৩৮৩.৩৩	১৩৪১.৬৫	
০৯	প্লাবণভূমির তথ্য	১০ টি	৭২০.০	১০৮০.০	
১০	অভয়াশ্রমের তথ্য	০২ টি	১.০	৭.০	
১১	মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ঃ ক) সরকারী -	নাই	নাই	নাই	
	খ) বেসরকারী -	নাই	নাই	নাই	

১২	বার্ষিক মাছের চাহিদা (জন প্রতি বার্ষিক ১৪কেজি, জনসংখ্যা ৫% শিশু ও ৫% বৃদ্ধ বাদ দেওয়া হয়েছে	৬৫৮৪.২৪ মেঃটন	-	-	
১৩	বার্ষিক মাছের উৎপাদন	৫,৮২১.৯৩ ,,	-	-	
১৪	বার্ষিক মাছের ঘাটতি	৭৬২.৩১	-	-	
১৫	মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা	৪৯ টি	-	-	
১৬	মোট মৎস্যজীবির সংখ্যা	২১৮৪ জন	-	-	
১৭	মোট মৎস্য চাষীর সংখ্যা	১২৫ জন	-	-	
১৮	মোট রেনুর চাহিদা	৪৫.০ কেজি			
১৯	মোট রেনুর উৎপাদন	-	-	-	
২০	মোট পোনার চাহিদা	৭৮,৯১,০০০ টি	-	-	
২১	মোট পোনার উৎপাদন	৭২,৫৮,০০০ টি	-	-	
২২	মৎস্য আড়ৎ এর সংখ্যা	-	-	-	
২৩	মোট হাট-বাজারের সংখ্যা	২১ টি	-	-	
২৪	বরফ কলের সংখ্যা	-	-	-	

উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জণগনের অর্থনৈতিক মুক্তির যে দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তারই ধারাবাহিকতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর কেন্দ্রিক কর্মকান্ডকে গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রসারণ করার মর্মে প্রবর্তন করেন গ্রামীণ সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম, জাতীয় জনসখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) এর ব্যবহার প্রকল্প এবং শহর সমাজসেবা কার্যক্রম জোরদার ।করা হয়। পরবর্তী কালে এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয় এডিড দগ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিদের বিশেষ ঋণ কর্মসূচী অর্থাৎ এসিড দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রবতিত এ সকল সুদ মুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ হিসেবে বাংলাদেশের প্রান্তিক জণগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের হত দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে প্রবর্তিত এবং সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এ সকল সুদ মুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পরবর্তীতে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে দ্রুত প্রসার লাভ করে। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পাদ পীঠ হিসেসে ব্যাপক পরিচিতি প্রদান করে। আর্থ সামাজিক জড়িপের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র সীমার নীচের জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত ও সংগঠিত করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে বিভিন্ন আয় বর্ধক কাজে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কার্যক্রমে গ্রামের ভূমিহীন, বিত্তহীন, বেকার জনগোষ্ঠীকে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে দৃঢ় প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজসেবা বিভাগের মাধ্যমে বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও সম্মানি মুক্তিযোদ্ধা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

উপজেলার সমাজসেবা বিভাগের কর্মকান্ড বিষয়ক তথ্যাদি

তথ্যাদি	সংখ্যায় কতজন/কয়টি	টাকার পরিমাণ	মাসিক/বার্ষিক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
বয়স্ক ভাতা	৩১৬৫৪	১৫৮২৭০০০/=	৫০০/=	
বিধবা ভাতা	১০৯৯৪	৫৪৯৭০০০/=	৫০০/=	
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা	৯৪২	১৮৮৪০০০০/=	২০০০০/=	
প্রতিবন্ধী ভাতা	১১৬১২	৯৮৭০২০০/=	৮৫০/=	
<u>শিক্ষা প্রতিবন্ধী ভাতা</u> ঃ-				
প্রাথমিক	৩৫	১২৬০০০/=	৩০০/=	
মাধ্যমিক	১৩	৬৭৬০০/=	৪৫০/=	
উচ্চ মাধ্যমিক	১২	৮৬৪০০/=	৬০০/=	
ডিগ্রি	১৩	১৫৬০০০/=	১০০০/=	
মাতৃকেন্দ্র	১৫	৯৪৩৭০০/=		
<u>নিবন্ধনকৃত সেচ্ছাসেবী সংস্থা</u> ঃ-				
সক্রিয় কয়টি	৯৭			
নিষ্ক্রিয় কয়টি	৪০			
এতিম খানা	০২			
রোগী কল্যাণ সমিতি	০১	৪০,০০০/=		

উপজেলার সমাজসেবা বিভাগের কর্মকান্ড

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের টাকার উৎস
১	২	৩	৪	৫
আর এস এস ঋণ কার্যক্রম	১৮০০ জন	১৩০০ জন	৩০১১৮১২/=	সমাজসেবা অধিদপ্তর
মাতৃকেন্দ্র ঋণ কার্যক্রম	৬০০ জন	৪০০ জন	৯৪৩৭০০/=	সমাজসেবা অধিদপ্তর
এসিড দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ঋণ কার্যক্রম	২০০ জন	১৭০ জন	১৫১৯০৩৭/=	সমাজসেবা অধিদপ্তর
সামাজিক কার্যক্রম	৫৩০০ জন	৪৬০০ জন	-	-
বয়স্ক ভাতা	১৫০০০ জন	১১০২০ জন	১৪৩২৮০০০/=	সমাজসেবা অধিদপ্তর

বিধবা ভাতা	৬০০০ জন	৪০৯৫ জন	৬৮৫৮০০০/=	সমাজসেবা অধিদপ্তর
প্রতিবন্ধী ভাতা	৫০০০ জন	১২৯৭ জন	২২২১৮০০০/=	সমাজসেবা অধিদপ্তর
প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান	১৫০ জন	৭৩ জন	৪৬৫০০০/=	সমাজসেবা অধিদপ্তর
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা	৯৩৬ জন	৯৩৬ জন	-	-
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান	১৫০	৯৭	-	-
এতিমখানা	৮০ জন	২৫ জন	৭৮০০০০/=	সমাজসেবা অধিদপ্তর
রোগী কল্যাণ সমিতির কার্যক্রম	০১	০১	-	-

উপজেলা যুব উন্নয়ন বিভাগ

দেশের জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি যুবক। যুব সমাজ যে কোন দেশের মুল্যবান সম্পদ। এই মুল্যবান সম্পদ যুব সমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্হনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এছাড়া খেলাধুলার মাধ্যমে শারিরীক ও মানসিক সুস্থতা, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং শৃংখলার উন্নয়নে ক্রীড়াকে অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচেনা করা হয়। বাঙ্গালীর সংস্কৃতির লালন এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ধারন করে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন প্রয়োজন। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিদেশী সংস্কৃতির অগ্রাসন হতে সমাজকে মুক্তরাখার চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয় হয়ে পড়েছে। যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কার্যকর ও দক্ষভাবে কাজে লাগাতে হবে।

ক্রঃ নং	তথ্য	কতটি	অংশ গ্রহনকারী	আয়োজক	মন্তব্য
১	ফুটবল খেলা	০৪টি	৭৬টি	(i) শিবগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিষদ। (ii) শিবগঞ্জ সবুজ সংঘ। (iii) কানসাট ক্লাব।	
২	ক্রিকেট খেলা	০১টি	৩২টি	উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, শিবগঞ্জ।	
৩	ব্যাটমিন্টন খেলা	০২টি	০৮টি	শিবগঞ্জ পৌরসভা, শিবগঞ্জ।	
৪	ভলিবল খেলা	০১টি	০৮টি	উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, শিবগঞ্জ।	
৫	মিলাদ মাহফিল	৭৩টি	৭১টি	উপজেলা পরিষদ ও সংশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
৬	মেলা	০৮টি	-	উপজেলা প্রশাসন, পৌরসভা,ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও।	
৭	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	১২টি	-	উপজেলা প্রশাসন ও এনজিও	
৮	নাটক	১০টি	-	শিবগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিষদ ও এনজিও।	
৯	পথ নাটক	০২টি	-	এনজিও।	
১০	যাত্রা	০২টি	০২টি	কানসাট মেলা কমিটি।	
১১	ম্যাজিক	০১টি	০১টি	কানসাট মেলা কমিটি।	

ক্রঃ নং	তথ্য	কতটি	অংশ গ্রহনকারী	আয়োজক	মন্তব্য
১২	সার্কাস	০১টি	০১টি	কানসাট মেলা কমিটি।	
১৩	যুব প্রশিক্ষণ	২৪০ জন	৫,৭২৪ জন	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, শিবগঞ্জ।	
১৪	আত্মকর্মসংস্থান	১৬৮ জন	৩,৯৯০ জন	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস,শিবগঞ্জ।	
১৫	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	৬১৪৬ জন	৬,১৯,১৪৫০০/-	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, শিবগঞ্জ।	
১৬	নেটওয়ার্কিং প্রকল্পে প্রশিক্ষণ	০২ টি সংগঠন	৭২৬ জন	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, শিবগঞ্জ।	
১৭	যুব সংগঠকে অনুদান প্রদান	০৯টি সংগঠন	৯০,০০০/-	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, শিবগঞ্জ।	
১৮	যুব সংগঠকে কম্পিউটার প্রদান	০২টি সংগঠন	০২টি কম্পিউটার	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, শিবগঞ্জ।	
১৯	যৌতুক বিরোধী স্বাক্ষর গ্রহন।	১০ টি প্রশিক্ষণ	৩০০ জন।	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, শিবগঞ্জ।	

উলেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	উপকারভোগীর সংখ্যা	বাস্তবায়নকারী	মন্তব্য
১	যুব প্রশিক্ষণ	১.০০	২৪০ জন	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, শিবগঞ্জ।	
২	যুব ঋণ প্রদান	৩৪.৬৫	১৭৪ জন	ঐ	
৩	ফ্রি কম্পিউটার প্রদান	২টি সংগঠন	২টি কম্পিউটার আসবাব পত্র	ঐ	

উলেখ্য প্রশিক্ষিত যুবরা নিজে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে যুব সংগঠনের সদস্যরা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আগ্রহী হয়েছে যা আশাব্যঞ্জক এবং দারিদ্র বিমোচনে ভুমিকা রাখবে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ

একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হল শিক্ষা। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা চেতনায় অগ্রসর একটি জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। "তাই বলা হয় শিক্ষাই জাতীর মেরুদন্ত" । বাংলাদেশর শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হল ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা, ভাষা, গণিত, ইতিহাস ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে শিক্ষা জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ একই সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে এবং লক্ষকে সামনে রেখে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় ৬৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১১ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৭ টি দাখিল মাদ্রাসা, ৫টি অ ালিম মাদ্রাস, ৬ ফাজিল মাদ্রাসা ও ১টি কামিল মাদ্রাসা এবং ৫ টি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কলেজ, ১ টি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ১ টি ডিপ্লোমা কোর্স ১টি এবং ১৭ টি কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । ২০২১ ও ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জেএসসি/ জেডিসি , এসএসসি/ দাখিল , এইচএসসি / আলিম/, ২০২০ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক / ফাজিল পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ভালোভাবে জাতীয় শিক্ষানীতির অভিষ্ট লক্ষ অনুযায়ী শিক্ষার মান সন্তোষজনক। নিম্নে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পরীক্ষা সমূহের ফলাফলবিবরণী দেওয়া হল ঃ-

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা

বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার মূল ভিত্তি ও সোপান। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর জন্য এ শিক্ষা একটি সাংবিধানিক অধিকার। বিভিন্ন সময়ে এ যাবৎ 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নে 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস' এবং দরিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের আলোকে সবকারের লক্ষ্য ছিল শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রকৃত ভর্তির হার, ঝরেপড়া রোধ, নিয়মিত হাজিরা ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্তির হার বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

এই বিরামহীন পথে চলার অংশ হিসাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিস, তার আওতাধীন সমগ্র উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

আশাকরছি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, শতভাগ ভর্তি ও ঝরেপড়া রোধে সবাই তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে তৈরি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সহযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করবে।

এক নজরে উপজেলা শিক্ষা অফিসের বিভিন্ন তথ্য।

১। উপজেলা শিক্ষা অফিসারঃ ০১ জন।

২। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ঃ ০৮ জন।

৩। অফিস সহকারীঃ ০৩ জন।

৪। হিসাব সহকারীঃ ০১ জন।

৪। এম.এল.এস.এসঃ শূন্য

শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্যঃ

১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ২৩৬টি।

২। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ৩৪টি।

৩। কিন্ডার গার্টেনঃ ৯২টি।

৪। অন্যান্য ঃ ১০টি।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস

বাংলাদেশের সামগ্রিক জন সংখ্যার বেশির ভাগই গ্রামে বসবাস করে। বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক,শিক্ষা,স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর নিবেদিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়নের রুপে হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অবদান অনেক বেশী। ইহা ছাড়া সমৃদ্ধ,স্বনির্ভর একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় দুর্যোগব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগের কর্মকান্ড

কর্মকান্ড	লক্ষ্য মাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা/ খাদ্যশস্য)		বাজেটের টাকার উৎস
			বাজেট (টাকা/খাদ্যশস্য)	প্রকল্প	
১. কাবিখা (সাধারণ)	২৪ টি	২৪ টি	২৬৩.৪৮৪ মেঃ টন	২৪ টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
২.কাবিটা (সাধারণ)	৪৪ টি	৪৪ টি	৮০,৮৯,৯৯৩.০০	৪৪ টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৩. কাবিখা (এমপি)	২০ টি	২০ টি	৩০০.০০০ মেঃ টন	২০ টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪. কাবিটা (এম,পি)	৩৫ টি	৩৫ টি	৬৭,৫০,০০০.০০	৩৫ টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৫. টি,আর (সাধারণ)	১৯৭ টি	১৯৭টি	৪৯৩.৮৮৮৮	১৯৭ টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৬. টি,আর (এমপি)	৩৩৩ টি	৩৩৩টি	৭৪০.০০০	৩৩৩ টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৭. টিআর (মহিলা এমপি)	৬ টি	৬ টি	১৮.০০০	৬ টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৮. টিআর (জেলা প্রশাসক বরাদ্দ)	২ টি	২টি	৮.০০০	২টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৯. টি,আর (বিভাগীয় কমিশনার বরাদ্দ)	৮ টি	৮ টি	২২.০০০	৮টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৮. ইজিপিপি (১ম পর্যায়)	৩৬৩৪ জন	৩৬৩৪ জন	২,৯০,৭২,০০০	৭৩টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৯. ইজিপিপি (২য় পর্যায়)	৩৬৩৭ জন	৩৬৩৭ জন	২,৯০,৯৬,০০০	৭৫ টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১০. সেতু / কালভার্ট নির্মাণ	৪ টি	৪ টি	১,০৩,৩০০২.০০	৪ টি	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১. ভিজিএফ কর্মসূচি	৯৯৭১৭ জন	৯৯৭১৭ জন	৯৯৭.১৭০ মেঃ টন	৯৯৭১৭	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১২. ঢেউটিন			৭২ বান্ডিল	----	ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১৩.জিআর ক্যাশ/গৃহ মঞ্জুরী বরাদ্দ টাকা			৪,৩৬,০০০.০০		ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১৪.শীতবস্ত্র,শাড়ি,লুঙ্গী,চাদর,কম্বল ইত্যাদি বরাদ্দ ও বিতরণ।			১৫৫০ পিস কম্বল		ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১৫. অন্যান্য (জি আর চাল)			২৬১.০০০মেঃ টন		ত্রাণ মন্ত্রণালয়

উপজেলা কৃষি অফিস শিবগঞ্জ

শিবগঞ্জ উপজেলার ভিতর দিয়ে পন্দা,মহানন্দা ও পাগলা নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে। পন্দা নদীর পশ্চিম অংশে পাকা, মনাকষা, দুর্লভপুর ও উজিরপুর ইউনিয়নের কিছু এলাকা অবস্থিত। অত্র উপজেলায় ১টি পৌরসভা ও ১৫টি ইউনিয়ন অবস্থিত। অত্র উপজেলার প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর আবাদী জমির মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার হেক্টর জমিতে আম বাগান রয়েছে এবং জনসংখ্যা ৫,৯১,১৭৮ জন। প্রতিবছর বন্যায় অনেক আবাদী জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আবার নতুন নতুন চর জেগে উঠে। এতদসত্ত্বেও অত্র উপজেলা খাদ্য উদ্বৃত্ত এবং কৃষিতে ব্যাপক সম্ভবনাময় উপজেলা হিসেবে গণ্য করা সম্ভব। নদীর পূর্ব পাশ্বে মরিচ, ভুট্টা, তিল,ইক্ষু এবং ধান আবাদ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। পশ্চিম পার্শ্বে ধান ও সবজির চাষ বাড়ানো সম্ভব। উক্ত ফসল গুলো জনপ্রিয় করার জন্য প্রদর্শনী ও কৃষক প্রশিক্ষণের আরও প্রয়োজন, । খাদ্যভাস পরিবর্তন ঘটানোর জন্য শাক সবজি ও ফলদ বৃক্ষের চাষ বাড়ানো প্রয়োজন।

কৃষি বিষয়ক সাধারণ তথ্য

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্য
০১	ব্লকের সংখ্যা	৪৬ টি।
০২	মোট আবাদযোগ্য জমি	৩৯,৩৩৩ হেঃ।
০৩	এক ফসলী জমি	৬,০৩৩ হেঃ।
০৪	দুই ফসলী জমি	১৯,৮৫০ হেঃ।

ক্রঃ নং	বিবরণ		তথ্য
০৫	তিন ফসলী জমি		১৩,২৯৫ হেঃ।
০৬	চার ফসলী জমি		১৫৫ হেঃ।
৬	শস্য বিন্যাস		
	ক.	সরিষা,বোরো-রোপা আউশ-মাসকালাই	৭.৬%
	খ.	গম-বোনা আউশ-মাসকালাই	৩০.৫%
	গ.	খেসারী,বোরো-রোপা আউশ-মাসকালাই	৪.৫%
	ঘ.	ভূট্টা–রোপা আউশ-মাসকালাই	১০.১৭%
	ঙ.	সরিষা,বোরো-পতিত-রোপা আমন	৩.০৫%
	চ.	আম+আখ+রসুন-আম-আম	১০.২%
	ছ.	আম+সবজি–আম,সবজি–আম,সবজি	৯%
	জ.	সবজী–সবজী– পতিত	১০%
	ঝ.	বোরো-পতিত-রোপা আমন	৫%
	ঞ.	আখ+রসুন-আখ-আখ	৯.৯৮%
০৭	ফসলের নিবিড়তা		২২০%
০৮	কৃষি পরিবার সংখ্যা		৯৮,৫৭৪ টি।
	ক.	ভূমিহীন কৃষি পরিববার	১৯,৭৩৯ টি।
	খ.	প্রান্তিক কৃষি পরিবার	৩০,৯২০ টি।
	গ.	ক্ষুদ্র কৃষি পরিবার	৩২,৯৪৬ টি।
	ঘ.	মাঝারী কৃষি পরিার	১১,৬৮৩ টি।

ক্রঃ নং	বিবরণ		তথ্য
	ঙ.	বড় কৃষি পরিবার	৩২৮৬ টি।
০৯	এ ই জেড ভিত্তিক জমি		
	ক.	এ ই জেড নং-১০	৩৯৩৩ হেঃ।
	খ.	এ ই জেড নং-১১	৩৫৪০০ হেঃ।
১০	বৃষ্টিপাত		
	ক.	২০১০ ইং	৫২১ মিঃ লিঃ।
	খ.	২০১১ ইং	১৪২১ মিঃ লিঃ।
	গ.	২০১২ ইং	৯৯৮ মিঃ লিঃ।
	ঘ.	২০১৩ ইং	৪০৫ মিঃ লিঃ।
১১	কৃষি পণ্য		
	ক.	বিসিআইসি সার ডিলার	১৬
	খ.	খুচরা সার ডিলার	৫০
	গ.	বিএডিসি সার ডিলার	৩
	ঘ.	বিএডিসি বীজ ডিলার	১৬
	ঙ.	কীটনাশক ডিলার	১৫০
১২	সেচ		
	ক.	গভীর নলকূপ	২৫০ টি (এর আওতায় সেচ কৃত জমি ৭৫০০ হেঃ)।
	খ.	অগভীর নলকূপ	৭২৬০ টি (এর আওতায় সেচ কৃত জমি ৩৩৩১৮ হেঃ)।
	গ.	এলএলপি	২১০ টি (এর আওতায় সেচ কৃত জমি ৪০০ হেঃ)।

ক্রঃ নং	বিবরণ		তথ্য
১৩	খাদ্য শস্য		
	ক.	উৎপাদন	১৩২০১৪.০৯ মেঃ টন।
	খ.	খাদ্য চাহিদা	৯৭৭৪৮.৩২ মেঃ টন।
	গ.	উদ্বৃত্ত	৩৪২৬৫.৭৭ মেঃ টন।
১৪	কৃষক ক্লাব		
	ক.	কৃষক ক্লাব সংখ্যা	১৭৫ টি (আইপিএম:৯৩ ও আইসিএম: ৮২)।
	খ.	প্রদত্ত অনুদান	৪,২৬,০০০/- টাকা (আইপিএম ১৭দ্ধ ৮০০০/- = ১,৩৬,০০০/- ও আইসিএম ২৯দ্ধ১০,০০০/- = ২,৯০,০০০/-)।
	গ.	ফলোআপ অনুদান	১,০৮,০০০/- টাকা (আইসিএম ২৭দ্ধ৪,০০০/- = ১,০৮,০০০/-)।
	ঘ.	কৃষক মাঠ স্কুল	১৭৫ টি (আইপিএম : ৯৩ ও আইসিএম : ৮২)।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাই নারীর উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে নারীর স্থান এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আর গ্রামীন নারীর অবস্থা আরো বেশি শোচনীয়। নারী এই পশ্চাদপদতা দূর করে নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করণে জোর প্রচেষ্টা চলছে। ২০২১ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত Mellenium Development Goals এর ৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যেই দেশের নারী সমাজের সামগ্রীক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। মহিলা বিষয়ক দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিটি কর্মসূচীই MDG এর লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

শিবগঞ্জ উপজেলায় মহিলা বিষয়ক দপ্তর এলাকার নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহ সামগ্রীক উন্নয়নে বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে থাকে। এলাকার দুঃস্থ অসহায় নারীদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সহায়তা, দরীদ্র অসহায় গর্ববতী নারী ও মায়েদের খাদ্য ,পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিত করনে আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান গ্রামীন নারীদের সংগঠিত করে তাদেরকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ

করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা, আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান সহ ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধার আওতায় এনে নারীদের আত্ননির্ভরশীল করার চেষ্টা করা হয়। নারীর ক্ষমতায়নে নারী, শিশু নির্যাতন ও পচার, যৌতুক,বাল্য বিবাহ,ইভটিজিং ইত্যাদি সামাজিক ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব সকলের কাছে পৌছানো ও জেন্ডার বৈষম্য দুরীকরণে বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক কার্যক্রমও গ্রহন করা হয়। সমাজ জীবনে নারীর অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান স্বরুপ ” “জয়িতা অন্বেষন”কর্মসূচী ও এ দপ্তরের রয়েছে। এছাড়াও সমাজে সমসাময়িক ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অসংগতি সকলের মাঝে তুলে ধরা হয় এবং এ বিষয়ে জেন্ডার সচেতন করার চেষ্টা করা হয়।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলের তথ্য

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	পদসংখ্যা
০১।	মোসাঃ রহিমা রওনক উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১জন।
০২।	মোঃ আশরাফুল হক অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১জন।
০৩।	মিসেস রেফালী বেগম অফিস সহায়ক	০১জন।

উপজেলা পলক্ষী উন্নয়ন অফিসারের কার্যালয়

বর্তমান সরকারের “রূপকল্প- ২০৪১” বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া। বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর মাধ্যমে পল্লী এলাকার অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ, শেয়ার ও সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব মূলধন গঠন ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন অর্থাৎ পল্লীর উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে সরকারের অগ্রাধীকার প্রাপ্ত প্রকল্প একটি বাড়ি একটি খামারসহ, মূল কর্মসূচী (কৃষক সমবায় সমিতি), মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মউ), সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক), পল্লী প্রগতি প্রকল্প, আদর্শগ্রাম প্রকল্প-২,অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা কর্মসূচী, অপ্রধান শস্য কর্মসূচী, পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় বিআরডিবির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপজেলা সমবায় অফিস, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সমবায় পদ্ধতির প্রচলন এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামের সাধারন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের প্রচেষ্টা এ উপমহাদেশের দীর্ঘ দিনের গ্রাম্য মহাজন এর দৌরাত্ম্য এবং ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতির দুর্যোগের হাত থেকে কৃষক কুলকে রক্ষা করতে The co-operative credit societies Act of ১৯০৪ এ উপমহাদেশে প্রবর্তন করা হয় । তখন থেকেই এই Act এর আওতায় সমবায় পদ্ধতি ঐতিহ্যগত ভাবে এ উপমহাদেশে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে । সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়ীদের কে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলাই হচ্ছে সমবায়ের মুল উদ্দেশ্য । বাঙ্গালীর সংস্কৃতি লালন এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ধারন করে বাংলা ভাষা , সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন প্রয়োজন । এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিদেশী সংস্কৃতি আগ্রাসন হতে সমাজকে মুক্ত রাখার চ্যালেনজিং একটি বিষয় হয়ে পড়েছে। সমবায় সমিতির কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগনের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কার্যকর ও দক্ষভাবে কাজে লাগাতে হবে ।

উপজেলা সমবায় তথ্যাদি ঃ

সমিতির ধরন	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় পরিমান	ঋণ প্রদান (টাকা)	আদায়ের হার (%)
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ	০৩	৭২	৩৯২১৫/-	১৫,০০০/-	০%
কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ	৩৪	৫৪০	২১,৮৯৫/-	১৪,৬২,৩৫৮/-	০%
সি,এন,জি সমবায় সমিতি লিঃ	০১	৫৫	৩৪৭৮৫/-	-	-
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১৭	৮৩৩	৯,৪২,৭০৬/-	-	-
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ	১০	৩১৬	১,৯১,৫০০/-	-	-
শ্রমিক সমবায় সমিতি লিঃ	২২	৫৯৮	৪৪৯৮৮০/-	-	-
পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ	০১	৭৫৩	৭৬২৫/-	-	-
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৪৯	১১৬৩	৬৯৬১০১/-	-	-

যুব সমবায় সমিতি লিঃ	০৫	১২৫	৩০৯৬০/-		-
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ	-	-	-	-	-
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ	২৩	১০৮৩	১২,৫৩,৩৮২/-	৮,৩৬,৮০৫/-	৮০%
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সঃ সমিতি লিঃ	-	-	-		
সর্বমোট	১৬৫	৫৫৩৮	৩৬,৬৮,০৪৯/-	২৩,১৪,১৬৩/-	

<u>উপজেলার সমবায় বিভাগের কর্মকান্ড</u>

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের টাকার উৎস্য
সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা	১৮	১৮	-	-
সমিতি নিবন্ধন	১৫	১৩	-	-
অডিট সম্পাদন	২১১	২১১	-	-
অডিট ফি আদায়	২৮,৫২০/-	২৮,৫২০/-	-	-
সমবায় উন্নয়ন তহবিল	৮,৫২৫/-	৮,৫২৫/-	-	-
নিবন্ধন ফি আদায়	৩,৯০০/-	৩,৯০০/-	-	-
প্রশিক্ষণ	১০০	৫০	-	-
সমিতি পরিদর্শন	৬০	৩০	-	-
সমিতির তদারকী	৪	৪	-	-
সমিতি পরিচর্যা	৩	৩	-	-
সমিতির নির্বাচন	৩০	২০	-	-

লভ্যাংশ বিতরণ	৬৫,০৭৩/-	৬৫,০৭৩/-	-	-

সমবায় বিষয়ক ঃ

নিম্নোক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ বেকার যুব ছেলে-মেয়ে কর্মের সুযোগ পাবে এবং নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে জাতীয় উন্নয়নে দারিদ্র বিমোচনে ভুমিকা রাখবে ।

উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয় , শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ ইং

ক্রঃ নং	কাজের বিবরন	সুফলের ধরন	অর্থ/সম্পদের উৎস	কাজের পরিমান একক	কাজের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উপকার ভোগিদের সংখ্যা (জন)	পরিমান	কাজের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উপকার ভোগিদের সংখ্যা (জন)	পরিমান
					২০২০-২০২১			২০২১-২০২২		
০১	প্রশিক্ষণ ও আত্মসামাজিক উন্নয়ন মূলক প্রকল্প	সরকারী সুফল	-	-	-	-	-	-	-	-
০২	সমিতিতে ঋণ বিতরন	-	উন্নয়ন	-	২৩.৫৮	২৩০	-	২৭.৫৬	২৪৪	
০৩	আত্মকর্মসংস্থান সংখ্যা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	-	রাজস্ব	-	.১২	১০০ জন	-	.১২	১০০ জন	-
০৪	ক্রীড়া সামগ্রী	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<u>**উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ**</u>

পারিবারিকভাবে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন দেশের ঐতিহ্য। জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশে প্রতিদিনই মানুষ বাড়ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না। ফলে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমান হ্রাস পেয়ে তা বসতবাড়ীতে রুপ নিচ্ছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন স্ব-কর্মসংস্থানের উৎসরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেশের মোট কর্মশক্তির শতকরা ২৫ ভাগ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী পালনে জড়িত। প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে জড়িত এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী উৎপাদন বৃদ্ধিতে উপজেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগরি টিকাদান, চিকিৎসা কার্যক্রম, খামার স্থাপনে পরামর্শ, উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহ, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গরুর জাত উন্নয়নসহ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সর্বপরি প্রাণিসম্পদ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুষ্টি ঘাটতি পুরণে প্রাণিজ আমিষ যথা-মাংস, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি চামড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

উপজেলার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি

তথ্যাদি	সংখ্যা	পশুর জাত/খামারের ধরণ	মন্তব্য
গরু	১৪৬৫৪১	ডেইরী ও মোটাজাতকরণ	
মহিষ	৫১৩৫	দেশী	
ছাগল	১৯০৫৫০	ব্লাক বেঙ্গল ও যমুনা পাড়ী	
ভেড়া (ভেড়ার খামার:৪৩)	১৫৩০০	দেশী	
হাঁস মুরগীর সরকারী খামার	-	-	
গাভীর খামার রেজিষ্ট্রিকৃত	৪৩	সংকর জাত, ডেইরী খামার	
হাঁস মুরগীর খামার (মু:১৯৯/হাঁ-৯)	২০৮	লেয়ার/ব্রয়লার/হাঁস	

উপজেলার প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকান্ড

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের টাকার উৎস
টিকা (গবাদি পশু)	৬৬০০০	৬৫০৮০	-	-
টিকা (হাঁস মুরগি)	৭২০০০০	৪৪১১০০	-	-
বার্ড ফ্লু সচেতনতামুলক কার্যক্রম	৫০ জন	৫০ জন	১৬০০০/-	প্রকল্প
কৃত্রিম প্রজনন	৫৯০০	৭০৯৬	-	-

উন্নত জাতের ঘাস চাষ	১৯ একর	২৮ একর	-	-
চিকিৎসা (গবাদিপশু)	২৫০০০	২৫০৩৭	-	-
চিকিৎসা (হাঁস-মুরগী)	৫৫০০০	৫৪৯০০	-	-
ডিম উৎপাদন	২.৫০	২.৫০	-	-
দুধ উৎপাদন	০.২০ টন	.২০ টন	-	-
মাংস উৎপাদন	.১৩ টন	.১৩ টন	-	-
প্রশিক্ষণ প্রদান	৩১০০০	৪০৯৫		

প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্য ঃ

ক্রঃ নং	তথ্যবলী	সংখ্যা
০১	প্রাণিসম্পদ চিকিৎসালয়	১টি
০২	কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র	১টি
০৩	কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট (ইউনিয়ন পর্যায়ে)	১০টি
০৪	গরু (দেশী/সংকর জাত)	১৪৬৫৪১
০৫	মহিষ	৫১৩০
০৬	ছাগল	১৯০৫৫০
০৭	ভেড়া	১৫৩০০
০৮	মুরগী (দেশী/উন্নত জাত)	৫৫১৯৮৯
০৯	ঘাস/হাঁস	৬০০০০

১০	কবুতর	২৬৪০০
১১	গাভীর খামার (সংকর জাত)	৪৩
১২	ছাগলের খামার	২৪
১৩	ভেড়ার খামার	৪৩
১৪	মুরগীর খামার (লেয়ার)	১২
১৫	মুরগীর খামার (ব্রয়লার)	১৯৯টি
১৬	হাঁসের খামার	৯টি

প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বর্তমান অবস্থা

ক্রঃ নং	তথ্যাবলী	সংখ্যা	মন্তব্য
০১	গরু (দেশী/সংকর জাত)	১৪৬৫৪১	
০২	মহিষ	৫১৩০	
০৩	ছাগল	১৯০৫০০	
০৪	ভেড়া	১৫৩০০	
০৫	মুরগী (দেশী/উন্নত জাত)	৫৫১৯৮৯	
০৬	হাঁস	৬০০০০	
০৭	কবুতর	২৬৪০০	
০৮	গাভীর খামার (সংকত জাত)	৪৩	
০৯	ছাগলের খামার	২৪	

১০	ভেড়ার খামার	৪৩	
১১	মুরগীর খামার লেয়ার)	১	
১২	মুরগীর খামার (ব্রয়লার)	১৯৯	
১৩	হাঁসের খামার	৯	
১৪	গবাদিপশুর টিকাদান	৬৫০৮০	
১৫	হাঁস-মুরগীর টিকাদান	৪৪১১০০	
১৬	গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান	২৫০৩৭	
১৭	হাঁস-মুরগীর চিকিৎসার প্রদান	৫৪৯০০	
১৮	গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান	৭০৯৬	
১৯	উন্নত জাতের ঘাস চাষ	২৮ একর	
২০	বার্ড ফ্লু বিষয়ক সবেহনামূলক সভা	৫০ জন অংশগ্রহণকারী	
২১	প্রশিক্ষণ প্রদান	৪০৯৫	
২২	ডিম উৎপাদন	২.৫ কোটি	
২৩	দুধ উৎপাদন	০.২০ লক্ষ মেঃ টন	
২৪	মাংস উৎপাদন	.১৩ লক্ষ মেঃ টন	
২৫	চামড়া উৎপাদন	৮৭০৩০	

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কর্মকান্ডের বিবরণ

ক্রঃ	কাজের বিবরণ	সুফলের ধরন	অর্থ/সম্পদের	কাজের পরিমান	কাজের মোট ব্যয়	উপকারভোগীদের	পরিমাণ	মন্তব্য

নং			উৎস	(একক)	(লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা (জন)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	গবাদি পশুর চিকিৎসা	চিকিৎসার সেবা	রাজস্ব বাজেট	-	-	২৬৩৭০	২৬৩৭০	-
০২	হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা	চিকিৎসা সেবা	”	-	-	৫৪৯০০	৫৪৯০০	-
০৩	গবাদি পশুর টিকা	রোগ প্রতিরোধ	”	-	-	২৬৩৭০ জন	৬৫০৮০ মাত্রা	১১৮৬৯৯/- সরকারী কোষাগারে জমা
০৪	হাঁস-মুরগীর টিকা	রোগ প্রতিরোধ	”	-	-	৪৪৬৯০জন	৪৪১১০০	
০৫	কৃত্রিম প্রজনন	গবাদী পশুর জাত উন্নয়ন	”	-	-	৭০৯৬ জন	৭০৯৬	১১৮৮৩৭ /- সরকারী কোষাগারে জমা
০৬	ঘাস চাষ সম্প্রসারণ	পুষ্টিমান উন্নয়ন	”	-	-	১৪৪	২৮ একর	-
০৭	প্রশিক্ষণ	দক্ষতা উন্নয়ন	”	-	০.৬৬	২০ জন	-	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ৪৯৯৫ জন
মোট=					০.৬৬			

৬.১ খাতভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিকল্পনা প্রনয়নের সময় উপজেলার আওতাধীন বিভিন্ন খাতসমূহের বাস্তব অবস্থা জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর ফলে উপজেলা পরিষদ তাদের আর্থিক সক্ষমতার আলোকে জনগুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে। খাতভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনজিও সমূহ, বেসরকারী খাত ও অন্যান্য উৎসের চলমান বা পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন কার্যক্রমসমুহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন খাতের সার্বিক অবস্থার চিত্রায়ন নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো।

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান বা পরিকল্পনাধীন কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ/ গৃহীত উদ্যোগ
	সমস্যার ধরন	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
১. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১) স্থানীয় জনগনের স্কুল এবং বাজারে যাতায়াতে অসুবিধা	সমগ্র উপজেলা	-মোট ১৬৮ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৭০ টি পাকা রাস্তা -মোট ৩৮০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ১৫৭ টি কাঁচা রাস্তা - ১০ টি ব্রীজ, ২৫০ টি কালভার্ট এবং ১২০ কি.মি ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল - ২০০ টি ভৌত অবকাঠামো	১) পাকা রাস্তাগুলো নিয়মিত মেরামত না করার কারনে ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়া ২) কাঁচা রাস্তা থেকে মাটি সরে গিয়ে রাস্তা সরু হয়ে যায়। ৩. পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্রীজ, কালভার্ট, ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়ালের অভাব ৪. পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামোর অভাব	ক) এলজিইডির অর্থায়নে মোট ১৫০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৬৫ টি পাকা রাস্তা সংস্কার করা হবে। খ) এলজিইডি অর্থায়নে ১৫০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৮০ টি কাঁচা রাস্তা পাকা করা হবে এবং জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে মোট ৫০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ২০ টি কাঁচা রাস্তা ইট সলিং করা হবে। গ) এলজিইডির ও পিআইওর উদ্যেগে ৫ টি ব্রীজ, ১৯০ টি কালভার্ট এবং পৌরসভার অর্থায়নে ৩০ কিমি. ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল নির্মাণ করা হবে। ঘ) এলজিইডির ও পিআইওর উদ্যেগে ১০০ টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করবে।	ক) মোট ১৮ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৫ টি পাকা রাস্তা সংস্কারের বাকী থাকবে খ) ১৮০ কি.মি দৈর্ঘ্যের ৫৭ টি কাঁচা রাস্তা পাকা করা বাকী থাকবে গ) ৫ টি ব্রীজ, ৪০ টি কালভার্ট এবং ৯০ কি.মি ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল নির্মাণ বাকী থাকবে ঘ) ৫০ টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বাকী থাকবে। ঙ) আকস্মিক ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা জরুরী সংস্কার বাকী থাকবে	ক) কোন উদ্যোগ নেয়া হবে না খ) উপজেলা পরিষদ ১৬০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৫৩ টি কাঁচা রাস্তাকে ইট সলিংয়ে উন্নীত করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ৩ টি কালভার্ট এবং ২০ কি.মি ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল নির্মাণ করবে। ঘ) উপজেলা পরিষদ ৫০ টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করবে। ঙ) ২০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১০ টি কাঁচা রাস্তাকে ব্যাটস-বালি দ্বারা সংস্কার করবে।
২. কৃষি	শষ্য উৎপাদন কাঙ্খিত পরিমানে না হবার কারনে	সমগ্র উপজেলা	- ১০,০০০ কৃষক পরিবার ও ২৩,৪৭০ হেক্টর আবাদী	১) কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকা	ক) কৃষি বিভাগ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শষ্য বহুমুখীকরন বিষয়ে প্রতিবছর ১০০০ জন এবং ৫ বছরে	ক) ৫০০০ সাধারন কৃষক ট্রেনিংয়ের আওতার বাহিরে থাকবে।	ক) উপজেলা পরিষদ ১০ টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ১০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ

	কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে		জমি - ২০,১১৩ টি ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার যারা কৃষি উপকরণ কিনতে অসামর্থ	২) দরিদ্র কৃষক যারা প্রয়োজনীয় কৃষি বীজ, সার ও উপকরণ কিনতে অসামর্থ	মোট ৫০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) কৃষি বিভাগ প্রতিবছর ১০,০০০ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) বিতরন করবে।	খ) প্রতিবছর ১০০০০ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে।	প্রদান করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ১০০ জন দরিদ্র কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) বিতরন করবে।
৩. মৎস্য	১. মৎস্য উৎপাদন কাঙ্খিত পরিমানে না হওয়া	সমগ্র উপজেলা	মৎস্যজীবি ৮৭৮ জন ও ২১ টি উন্মুক্ত জলাশয় - ১৬৬০ মে.ট. মৎস্য ঘাটতি	১) উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পরিমান কমে যাওয়া ২) মৎস্যচাষীদের আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপকরন না থাকা	ক) মৎস্য অফিস ১০ টি উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরন ও মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তুলবে খ) ৫০০ জন মৎস্যচাষীর মাঝে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।	ক) ১১ টি উন্মুক্ত জলাশয় বাকী থাকবে। খ) ৩৭৮ জন মৎস্যচাষী মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকবে।	ক) উপজেলা পরিষদ ১০ টি উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরন ও মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তুলবে খ) ২৫০ জন মৎস্যচাষীর মাঝে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৪. প্রাণিসম্পদ	১. গবাদি পশু-পাখির উৎপাদন কম হওয়া	সমগ্র উপজেলা	গবাদিপশু - ৯৮৩৪২ টি -৭৮০ টি খামার দুধ উৎপাদন ঘাটতি – ১৫,৭৭৫ মে.ট	১. গবাদি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান না করা। ২. খামার পরিচালনায় খামারিদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা না থাকা	ক) প্রাণিসম্পদ অফিস প্রতিবছর ৪৬,০০০ গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করবে। খ) প্রাণিসম্পদ অফিস ৫০০ জনকে খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন করবে।	ক) প্রতিবছর ৫৮,৩৪২ টি গবাদিপশু রোগের টিকা থেকে বঞ্চিত থাকবে। খ) ২৮০ জন খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন থেকে বঞ্চিত থাকবে।	ক) উপজেলা পরিষদ প্রতিবছর ৫০,০০০ গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করবে। খ) উপজেলা পরিষদ প্রতিবছর ২০০ জনকে খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন করবে।
৫. প্রাথমিক শিক্ষা	১. ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান ব্যহত হচ্ছে ও বিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী হচ্ছে না	সমগ্র উপজেলা	- ৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রী ১২,০০০ জন	১) ৩০ টি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান ২) ৫০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল ও পর্যাপ্ত ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব	ক) এলজিইডি ২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও জনস্বাস্থ্য অফিস ব্লকওয়াশ স্থাপন করবে। খ) কোনো উদ্যোগ নেই	ক) ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সমস্যা বিদ্যমান থাকবে। খ) ৫০ টি বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল ও ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব বিদ্যমান থাকবে	ক) ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ৫০ টি বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে।

৬. মাধ্যমিক শিক্ষা	১. ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী হচ্ছে না	সমগ্র উপজেলা	- ১৫ টি মাধ্যমিক ও বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রী ৩০০০ জন ও শিক্ষক ৭০০ জন	১) ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠদান পদ্ধতি উপভোগ করছে না। ২) ২০ টি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান ৩) বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও পর্যাপ্ত ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব ৪) ছাত্রীদের যাতায়াতে যানবাহনের অসুবিধা	ক) মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ২০০ জন শিক্ষককে পাঠদান পদ্ধতি আনন্দময় করে তোলার বিষয়ে প্রশিক্ষন দিবেন। খ) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করবে। গ) কোনো উদ্যোগ নেই ঘ) কোনো উদ্যোগ নেই	ক) ৫০০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাওয়া থেকে বাদ পড়বেন গ) ৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সমস্যা বিদ্যমান থাকবে। গ) ১৫ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব বিদ্যমান থাকবে	ক) উপজেলা পরিষদ ৩৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ১৫ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে। ঘ) উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন ছাত্রীকে সাইকেল সরবরাহ করবে।
৭. যুব উন্নয়ন	১. কর্মোক্ষম যুবকদের পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মসংস্থান না থাকা	সমগ্র উপজেলা	- ১০০০০ বেকার যুবক	ক) আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ না জানা	ক) উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস ২০০০ জন বেকার যুবকদের আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।	ক) ৮০০০ জন বেকার যুবক আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ থেকে বাদ পড়বে	ক) উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন বেকার যুবককে আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৮. মহিলা বিষয়ক	১. কর্মক্ষম নারীদের পর্যাপ্ত আয়ের সুযোগ না থাকা	সমগ্র উপজেলা	- ৮০০০ কর্মক্ষম নারী	ক) আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ না জানা খ) হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরন কিনতে অসমর্থ হওয়া	ক) উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস ৩০০০ বেকার নারী ও যুবতীদের আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) কোনো প্রকল্প নেই	ক) ৫০০০ বেকার যুবক-যুবতীদের আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ থেকে বাদ পড়বে খ) ২০০০ জন নারী ব্যবসার প্রাথমিক মূলধন/ উপকরন কিনতে অসমর্থ	ক) উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন কর্মক্ষম নারীকে আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) ৭০০ জন দুস্থ মহিলার মাঝে সেলাইমেশিন বিতরন করবে।
৯. স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ	১. সরকারী স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার জন্য রোগীদের	সমগ্র উপজেলা	- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৭ টি	ক) স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয়	ক) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস ৭ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও	ক) ২১ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত	ক) উপজেলা পরিষদ ১০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও

	আগ্রহ কমে যাওয়া		- কমিউনিটি ক্লিনিক ২১ টি	অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান খ) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে অসচেতনতা	অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে। খ) এনজিওগুলো স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন চালাবে।	সমস্যা বিদ্যমান থাকবে	সরঞ্জামাদি সরবরাহ করবে। খ) উপজেলা পরিষদ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন চালাবে।
১০. জনস্বাস্থ্য	১) জনগন সুপেয় পানি পেতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে	সমগ্র উপজেলা	- ২০০০ টি দুস্থ পরিবার (১৫০০ টি নলকূপ)	১) দুস্থ মানুষদের নলকূপ স্থাপনের সামর্থ না থাকা	ডিপিএইচই নতুন ৫০০ টি নলকূপ স্থাপন করবে।	১০০০ টি নলকূপ স্থাপন করা বাকী থাকবে	ক) উপজেলা পরিষদ ৪০০ টি নতুন নলকূপ স্থাপন করবে।
১১. সমাজসেবা	১. প্রতিবন্ধীদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া	সমগ্র উপজেলা	৮০০ জন প্রতিবন্ধী	১. প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরন কেনার সামর্থ না থাকা	সমাজসেবা অফিস ২৫০ জনকে প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরন বিতরন করবে	৫৫০ জন প্রতিবন্ধী সহায়ক উপকরন থেকে বঞ্চিত থাকবেন।	ক) উপজেলা পরিষদ ২৫০ জন প্রতিবন্ধীকে সহায়ক উপকরন (হুইল চেয়ার, হিয়ারিং এইড) বিতরন করবে।
১২. বন ও পরিবেশ	আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারনে জনগনের	সমগ্র উপজেলা	- ১৭% বনভূমি	ক) সামাজিক বনায়নের আওতায় বৃক্ষরোপন কম হওয়া	ক) উপজেলা বন বিভাগ প্রতিবছর ২০,০০০ গাছের চারা রোপন করবে।	জাতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৫% বনভূমি কম থাকবে	ক) কোনো উদ্যোগ নেই
১৩. সমবায়	সমবায়ীদের প্রয়োজন পরিমান আয় না হওয়া	সমগ্র উপজেলা	৪৯৪২ জন সমবায়ী	ক) স্থায়ী আয়ের উপযোগী দক্ষতামূলক প্রশিক্ষন না থাকা	ক) উপজেলা সমবায় বিভাগ ২২০০ জন সমবায়ীকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করবে	২৪৯২ জন সমবায়ী প্রশিক্ষন পাওয়া থেকে বাদ পড়বে।	ক) উপজেলা পরিষদ ২৫০ জন সমবায়ীকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করবে
১৪. পল্লী উন্নয়ন	পল্লী জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ধীরে হওয়া	সমগ্র উপজেলা	পল্লী সমবায় সমিতির ৪৫০৯ জন সদস্য	ক) সচেতনতামূলক কার্যক্রম কম হওয়া খ) উৎপাদনমূখী ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে গ্রামীণ জনগনের অংশগ্রহন কম হওয়া	ক) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস ২৫০০ জন সদস্যদের মাঝে নারী নির্যাতন রোধ এবং যৌতুক প্রথা নির্মূলে সচেতনতা, বয়স্ক শিক্ষা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষরোপন ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে পরামর্শ ও সহযোগিতা চালাবে	২০০৯ জন সদস্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম থেকে বাদ পড়বে	ক) উপজেলা পরিষদ নারী নির্যাতন রোধ এবং যৌতুক প্রথা নির্মূলে সচেতনতা, বয়স্ক শিক্ষা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষরোপন ও স্যানিটেশন সম্পর্কে ক্যাম্পেইন করবে।

৫.২ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে শিবগঞ্জ উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্দোগ গ্রহণ ২। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। পৌর এলাকায় ৩৫০টি স্টক হোল্ডার তৈরী হবে ২। সকল ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে

	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। পৌর এলাকায় ২ কি.মি. প্রাইমারী ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে ২। ৬০টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদেও মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ২৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে
			১। মিড ডে চালুকরণ ২। নিয়মিত খাবারের মান পযবেক্ষন	১। ২৩৯ টি স্কুলে মিড ডে চালু ২। ২৩৯ টি স্কুলে খাবারের মান পযবেক্ষন
৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ২০০ জন চাষী ২। ৫০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ১০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যান্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৫০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে

৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৮০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৯ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ২৪ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈঠক ২। ২৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

১০. বার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো উপজেলার রুপকল্পের সাথে পুরোপুরি মিল রেখে গৃহীত হয়েছে। উপজেলা পরিষদের নিজস্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পূর্বক বাস্তবায়নযোগ্য হয় এমনভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। এর ফলে উপজেলার উন্নয়নের চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হবে এবং উপজেলা পরিষদ তার কাঙ্খিত ফলাফল নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। শিবগঞ্জ উপজেলা আগামী ৫ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ টি খাতকে চিহ্নিত করেছে। খাতগুলো হলো- যোগাযোগ ও অবকাঠামো, কৃষি. শিক্ষা. স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। নিম্নের ছকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, খাত, ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য সূচকসমূহ তুলে ধরা হলো।

ক্রম	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১.	স্থানীয় জনগনের স্কুল এবং বাজারে যাতায়াতের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	যোগাযোগ ও অবকাঠামো	ক) উপজেলা পরিষদ ১৬০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৫৩ টি কাঁচা রাস্তাকে ইট সলিংয়ে উন্নীত করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ৩ টি কালভার্ট এবং ২০ কি.মি. ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল নির্মাণ করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ৫০ টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করবে। ঘ) ২০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১০ টি কাঁচা রাস্তাকে ব্যাটস-বালি দ্বারা সংস্কার করবে।	ক) ৩৮০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের মোট ১৫৭ টি কাঁচা রাস্তার মধ্যে ১৫০ কি.মি দৈর্ঘ্যের মোট ৮০ টি কাঁচা রাস্তা পাকা করা হবে। এবং ২১০ কি.মি দৈর্ঘ্যের মোট ৭৩ টি কাঁচা রাস্তাকে ইট সলিংয়ে উন্নীত হবে। খ) ১০ টি ব্রীজ, ২৫০ টি কালভার্ট এবং ১২০ কি.মি ড্রেনেজ লাইনের মধ্যে উপজেলা পরিষদ ৫ টি ব্রীজ, ১৯৩ টি কালভার্ট এবং ৫০ কি.মি ড্রেনেজ লাইন নির্মাণ করা হবে। গ) ২০০ টি ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে ৫০ টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ঘ) জরুরী চলাচলের উপযোগী করার জন্য ২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১০ টি কাঁচা রাস্তাকে ব্যাটস-বালি দ্বারা সংস্কার করবে।
২	সার্বিক কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	ক) উপজেলা পরিষদ ১০ টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ১০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ১০০ জন দরিদ্র কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) বিতরন করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ১০ টি উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরন ও মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তুলবে ঘ) ২৫০ জন মৎস্যচাষীর মাঝে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ঙ) উপজেলা পরিষদ প্রতিবছর ৫০,০০০ গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের	ক) ১০,০০০ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৬০০০ জন কৃষক প্রশিক্ষণের আওতায় আসবে। খ) ২০,১১৩ টি ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের মধ্যে ১০৫০০ জনের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বিতরন করবে। গ) ২১ টি উন্মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে ২০ টিতে পোনা অবমুক্তকরন ও মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তুলবে ঘ) ৮৭৮ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে ৭৫০ জন মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ লাভ করবে। ঙ) মোট ৯৮৩৪২ টি গবাদিপশুর মধ্যে প্রতিবছর ৯৬,০০০ গবাদিপশুকে বিভিন্ন

			টিকা প্রদান করবে। চ) উপজেলা পরিষদ প্রতিবছর ২০০ জনকে খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন করবে।	রোগের টিকা প্রদান করা হবে। চ) ৭৮০ জন খামারির মধ্যে ৭০০ জনকে খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন দেয়া হবে ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হবে।
৩	বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও পাঠদানের সঠিক পরিবেশ নিশ্চিত করা	শিক্ষা	ক) উপজেলা পরিষদ ৩৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ৬৫ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে। ঘ) উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন ছাত্রীকে সাইকেল সরবরাহ করবে।	ক) ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫৫০ জন শিক্ষককে পাঠদান পদ্ধতি আনন্দময় করে তোলার বিষয়ে প্রশিক্ষন পাবেন। খ) ৩০ টি প্রাথমিক ও ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৫ টি প্রাথমিক ও ১৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ সংস্কার/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। গ) ৬৫ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করা হবে। ঘ) ৫০০ জন ছাত্রীকে সাইকেল সরবরাহ করা হবে।
৪	জনগনের স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি ও সুপেয় পানি নিশ্চিত করা।	স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন	ক) উপজেলা পরিষদ ১০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করবে। খ) উপজেলা পরিষদ ২৫০ জন প্রতিবন্ধীকে সহায়ক উপকরন (হুইল চেয়ার, হিয়ারিং এইড)ও বিতরন করবে। গ) উপজেলা পরিষদ ৪০০ টি নতুন নলকূপ স্থাপন করবে। ঘ) উপজেলা পরিষদ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন চালাবে।	ক) ৭ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ২১ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে সবগুলো ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ১০ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হবে। খ) ৮০০ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৫০০ জন প্রতিবন্ধীর মাঝে সহায়ক উপকরন (হুইল চেয়ার, হিয়ারিং এইড) বিতরন করা হবে। গ) ২০০০ পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় ১৫০০ টি নলকূপের মধ্যে ৯০০ টি নলকূপ স্থাপন করা হবে। ঘ) জনগনের মাঝে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন চালানো হবে।
৫	বেকার নারী পুরুষদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে রুপান্তর ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি	মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান	ক) উপজেলা পরিষদ ৫০০ জন বেকার যুবক ও ৫০০ জন কর্মক্ষম নারী ও ২৪৫০ জন সমবায়ীকে আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। খ) ৭০০ জন কর্মক্ষম দুস্থ মহিলাকে সেলাইমেশিন বিতরন করবে।	ক) ১০০০০ জন বেকার যুবক, ৮০০০ জন কর্মক্ষম বেকার নারী ও ৪৯৪২ জন সমবায়ীর মধ্যে যথাক্রমে ২৫০০ জন বেকার যুবক ও ৩৫০০ জন কর্মক্ষম নারী ও ২৫০ জন সমবায়ীকে আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। খ) ২০০০ জন স্বল্পপূজির দুস্থ মহিলার মধ্যে ৭০০ জনের মাঝে সেলাইমেশিন বিতরন করা হবে।

১১. বার্ষিক পরিকল্পনার সার সংক্ষেপ

(অর্থবছর ২০২২ হতে ২০২৩)

	প্রকল্প বিবরনী					অবস্থান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বিনিয়োগ	
আইডি ট্যাগ	প্রকল্পের নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী/ নারী-পুরুষ, শিশু-প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস
১	কালভার্ট, ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল নির্মাণ	পানি নিষ্কাষন ও রাস্তার পাড় ভেঙ্গে পড়া রোধ	৩ টি কালভার্ট এবং ২০ কি.মি ড্রেনেজ লাইন ও গাইডওয়াল	১৫ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	যোগাযোগ অবকাঠামো	সকল ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১,২৪,৭২৬১৫.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
২	বস্তুগত অবকাঠামো (ঘাটলা, যাত্রীছাউনি) নির্মাণ	ঘাটলা, যাত্রীছাউনি, পাঠাগার, ফলক নির্মাণ	৫০ টি বস্তুগত অবকাঠামো (ঘাটলা, যাত্রীছাউনি) নির্মাণ	১৫ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	যোগাযোগ অবকাঠামো	সকল ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১,৬৬,৩০১৫৩.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৩	ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও যুব সংঘে ক্রীড়া সামগ্রী (ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল সামগ্রী) সরবরাহ।	ব্যাট-বল, ফুটবল	৬৫ টি বিদ্যালয়	৭০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১২,১৫০৭৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৪	শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিকেল সরঞ্জাম সরবরাহ করণে	জেনারেটর, এসি, আইপিএস, আলট্রাসনোগ্রাম, নেবুলাইজার	১১টি	১৫ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	স্বাস্থ্য	সকল ইউনিয়ন	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১২,৩০১৫৩.০০	ইউজিডিপি
৫	শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ করণে	প্লাস্টিকের উচু-নিচু বেঞ্চ	৬০০ জোড়া	৩৩টি প্রতিষ্ঠান	শিক্ষা	শিবগঞ্জ	মাধ্যমিকও মাদ্রাসা শিক্ষা	৪৮৭৯ ,০০০.০০	ইউজিডিপি
৬	শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াশব্লক নির্মাণ	ওয়াশব্লক	১৫টি	২৬৬০ ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	শিবগঞ্জ	মাধ্যমিকও মাদ্রাসা শিক্ষা	১,৫০,০০০০০.০০	ইউজিডিপি
৭	কাঁচা রাস্তাকে ইট সলিংয়ে উন্নীত করন	ইউনিয়ন রাস্তা এ ও বি টাইপ	১৬০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মোট ৫৩ টি কাঁচা রাস্তা	১৫ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	যোগাযোগ অবকাঠামো	সকল ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৪,৯৮,৯০৪৬১.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব

৮	কাঁচা রাস্তা ব্যাটস-বালি দ্বারা সংস্কার	দূর্যোগকালীন ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা	২০ কি.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ১০ টি কাঁচা রাস্তা	১৫ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	যোগাযোগ অবকাঠামো	সকল ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৪১,৫৭৫৩৮.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৯	শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	শ্রেণীক্ষ	৫টি	৩৫৬৫ ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	শিবগঞ্জ	মাধ্যমিকও মাদ্রাসা শিক্ষা	১,৫০,০০০০০.০০	ইউজিডিপি
১০	কৃষকদেরকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও শষ্য বহুমুখীকরন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	কৃষি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর	১০ টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ১০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান	১৫ টি ইউনিয়নের ১০০০ জন কৃষক	কৃষি	সকল ইউনিয়ন	কৃষি ও সেচ	১৩,৮৫৮৪৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১১	দরিদ্র কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ইত্যাদি) বিতরন	প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক	১০০ জন দরিদ্র কৃষক	১৫ টি ইউনিয়নের ১০০ দরিদ্র কৃষক	কৃষি	সকল ইউনিয়ন	কৃষি ও সেচ	২৭,৭১৬৯২.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১২	উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরন ও মাছের অভয়ারণ্য গড়ে তোলা	সরকারি মালিকানাধীন নদী ও জলাশয়	১০ টি উন্মুক্ত জলাশয়	১৫ টি ইউনিয়নের সকল নাগরিকগণ	কৃষি	৫ টি ইউনিয়ন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	২৭,৭১৬৯২.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১৩	মৎস্যচাষীদের মাঝে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	মৎস্য বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর	২৫০ জন মৎস্যচাষী	১৫ টি ইউনিয়নের ২৫০ জন মৎস্যচাষী	কৃষি	সকল ইউনিয়ন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	২০,৭৮৭৬৯.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১৪	গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান	পিপিআই রোগের টিকা, মোটাতাজা করন ইত্যাদি	প্রতিবছর ৫০,০০০ গবাদিপশুকে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করবে।	১৫ টি ইউনিয়নের সকল খামারীগন	কৃষি	সকল ইউনিয়ন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	৩৪,৬৪৬১৫.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১৫	খামার পরিচালনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন	প্রাণি বিষয়ক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর	২০০ জন খামারী	১৫ টি ইউনিয়নের ২০০ জন খামারী	কৃষি	সকল ইউনিয়ন	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১৩,৮৫৮৪৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
১৬	পাঠদান পদ্ধতি আনন্দময় করে তোলার বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান	পেডাগোজি ও আইসিটি বেইজড লেকচার তৈরীর প্রশিক্ষন	৩৫০ জন শিক্ষক	৩০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	মাধ্যমিকও মাদ্রাসা শিক্ষা	৪১,৫৭৫৩৮.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব

১৭	বিদ্যালয়ে শ্রেনিকক্ষ/ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ	শ্রেনিকক্ষ, সীমানা দেয়াল, গেইট, ছাদ ইত্যাদি	৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	মাধ্যমিকও মাদ্রাসা শিক্ষা	৮৩,১৫০৭৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
১৮	বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ	বেঞ্চ, ব্যাট-বল, ফুটবল, তবলা, বিজ্ঞান বিষয়ক উপকরন	৬৫ টি বিদ্যালয়	৭০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষা	সকল ইউনিয়ন	মাধ্যমিকও মাদ্রাসা শিক্ষা	৮৩,১৫০৭৬.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
১৯	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩০% নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা	নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, স্ট্রেচার, চেয়ার টেবিল	৭ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স		স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন	সকল ইউনিয়ন	বা¯'¨ ও পরিবার কল¨াণ	৪১,৫৭৫৩৮.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২০	নলকূপ স্থাপন	সুপেয় পানি নিশ্চিত করা	১০০ টি নলকূপ স্থাপন	৪০০ পরিবার	স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন	সকল ইউনিয়ন	জনস্বাস্থ্য	২৭,৭১৬৯২.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২১	আয়বর্ধনমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান	কর্মক্ষম বেকার নারী-পুরুষদের কর্মসংস্থান	১২৫০ জন বেকার নারী পুরুষ	৫০০ জন বেকার নারী পুরুষ ও তাদের পরিবার	মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান	সকল ইউনিয়ন	শিশু ও নারী কল্যাণ	২৭,৭১৬৯২.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২২	দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাইমেশিন বিতরন করবে।	দুস্থ মহিলা ও হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান	৭০০ টি সেলাই মেশিন	৭০০ জন দুস্থ মহিলা ও হতদরিদ্র	মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান	সকল ইউনিয়ন	শিশু ও নারী কল্যাণ	১১০৮৬৭৬৮.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২৩	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধানগনের ই-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	প্রধানগনের ই-ব্যবস্থাপনা	২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ	৫০ জন প্রধান শিক্ষক	শিক্ষা	শিবগঞ্জ	মাধ্যমিকও মাদ্রাসা শিক্ষা	১,৪৮,৯৬৭.০০	ইউজিডিপি
২৪	করোনাকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত আম চাষীদের ক্ষতিপুষিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে নিরাপদ আম উৎপাদন, বহুবিধ ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ।	নিরাপদ আম উৎপাদন, বহুবিধ ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ	২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ	৮০ জন কৃষক	কৃষি	শিবগঞ্জ	মাধ্যমিকও মাদ্রাসা শিক্ষা	১,৪৫,৭০০.০০	ইউজিডিপি
২৫	উপজেলার ইউনিয়নের স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা।	করোনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্ঠি	২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ	২০০ জন	স্বাস্থ্য সচেতনতা	শিবগঞ্জ	বা¯'¨ ও পরিবার কল¨াণ	১৫০,৬১০.০০	ইউজিডিপি
২৬	নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পোল্ট্রি মাংস উৎপাদনের নিমিত্তে খামারিদের প্রশিক্ষণ।	নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পোল্ট্রি মাংস উৎপাদন	২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ	৮০ জন	প্রাণিসম্পদ	শিবগঞ্জ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১৬৫,০৮৪.০০	ইউজিডিপি

২৭	দেশীয় ছোট মাছের (পাবদা, শিং, মাগুর, গুলশা ইত্যাদি) আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি	২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ	৮০ জন	মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন	শিবগঞ্জ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১,৬৬,৪০০.০০	ইউজিডিপি
২৮	মনাকষা ইউনিয়নের ০৯নং ওয়ার্ডের চটকপাড়া গ্রামের তোজামেল বাড়ী এইচবিবি রাস্তার মাথা হতে কালাম বাড়ী রাস্তায় এইচবিবি করণ।	যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন	১০০মি.	১৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠা মো	সকল ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	২০০,০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২৯	শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে/ ক্লাবে খেলার সামগ্রী বিতরণ।	মাদকমুক্ত দেশ গড়া	ফুটবল, ভলিবল, বেট-বল.	৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠা মো	সকল ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১৩২,৮৬৭.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
৩০	ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও যুব সংঘে ক্রীড়া সামগ্রী (ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল সামগ্রী) সরবরাহ।	মাদকমুক্ত দেশ গড়া	ফুটবল, ভলিবল, বেট-বল.	৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠা মো	সকল ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৪০,০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
৩১	দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৩০টি.	৩০ জন	যোগাযোগ অবকাঠা মো	সকল ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৪০,০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
৩২	কানসাট ইউপির জন্ম নিবন্ধন কর্যক্রম পরিচালনায় প্রণোদনা সামগ্রী ক্রয় -সরবরাহ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	৩০জন	১৫০০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠা মো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৪০,০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
৩৩	সত্রাজিতপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডে এর মোড়লপাড়া গ্রামের সাদিকুলের বাড়ী হতে হেকমতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।	যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন	১০০মি.	১৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠা মো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১১০,০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
৩৪	কালুপুর চামাগ্রামের আনারুলের বাড়ি হতে মাঠ অভিমূখি রাস্তা এইচবিবি করণ ।	যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন	১০০মি.	১৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠা মো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	২০০,০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত
৩৫	দূর্লভপুর ইউনিয়নের দুর্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়, আট রশিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও জগন্নাথপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারী ন্যাপকিন সরবরাহ।	স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পাবে	স্যানিটারী ন্যাপকিন	১৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠা মো	সকল ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৬১,৪৮১.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত

৩৬	দূর্লভপুর ইউনিয়নের ০-৪৫ দিন বয়সী শিশুদের ১০০% জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রনোদনা খরচ।	জনগন উপকৃত হবে	৩০জন	১৫০০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো		এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৩৭	কানসাট ইউপির রাজার আমবাগানে বঙ্গবন্ধ লাইভ ম্যাঙ্গো মিউজিয়ামে প্রর্দশনী বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ।	জনগন উপকৃত হবে		১৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	কানসাট ইউনিয়ন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	২০০,০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৩৮	শিবগঞ্জ উপজেলায় বিনামূল্যে বিতরণ/সেবা প্রদানের লক্ষ্য মাস্ক ক্রয়	স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পাবে	৩০০	১৫০০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	২০০,০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৩৯	শিবগঞ্জ উপজেলায় বিনামূল্যে বিতরণ/সেবা প্রদানের লক্ষ্য মাস্ক ক্রয়	স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পাবে	৩০০	১৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	২০০,০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৪০	শিবগঞ্জ উপজেলায় বিনামূল্যে বিতরণ/সেবা প্রদানের লক্ষ্য মাস্ক ক্রয়	স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পাবে	১৫০	১৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১০৬,০০০.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৪১	১। শ্যামপুর শরৎনগর ভুলকি পাড়া লোকমান এর বাড়ী হতে সোনার্দ্দী মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ, ২। শ্যামপুর ইউপির ৯টি ওয়ার্ডে হত দরিদ্রদের মাঝে নলকূপ স্থাপন ও ৩। শ্যামপুর ইউপির উমরপুর গ্রামের মোস্তফার বাড়ী হতে রফিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ।	যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন	১০০মি.	১৭০০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৫২০,১৪৪.৪৮	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৪২	১) শ্যামপুর ইউপির কয়লাদিয়ার হাট উত্তর সাইড এইচবিবির মাথা হতে হাজারবিঘি তেলিপাড়া রাস্তা এইচবিবি করণ (২য় অংশ), ২) শ্যামপুর শরৎনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জি আই পাইপ গেট ও গেটের দুই পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ।	যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন	১০০মি.	১২০০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৬৫৮,১৫৫.৭৪	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৪৩	১) মনাকষা ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডের চিল্লাহিপাড়া গ্রামের ঝাটু বাড়ির এইচবিবি রাস্তার মাথা হতে আনারুল বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ, ২)বিনোদপুর ইউনিয়নাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাক্কলিত সংখ্যক ষ্টিল আলমারী	যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন	৪০মি.	১৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১,৭০৬,৭০০.০৫	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব

	সরবরাহ করণ। ৩)বিনোদপুর সাধারী টোলায় ঈদগাহ সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। ৪) বিনোদপুর গ্রামের ঈদগাহ মোড় হতে কবিরাজ টোলায় কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ করণ। ৫)দাইপুখুরিয়া ইউপির ২নং ওয়ার্ডের মির্জাপুর গ্রামের রহমানের বাড়ী হতে আলমগীরের বাড়ী অভিমূখে রাস্তা এইচবিবি করণ, ৬)জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করণের প্রযোজ্য রেজিষ্টার খাতাপত্র ও ফি আদায় বহি ছাপানো ইত্যাদি খরচ, ৭)স্থানীয় ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উন্নয়নে খেলা-ধুলার ব্যয় নির্বাহ সহ সরঞ্জমাদি সরবরাহ করণ।								
৪৪	১)কানসাট ইউপির পুলিশ মাইল গ্রামে রমিজ উদ্দীন এর পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ, ২)কানসাট ইউপির বিশ্বনাথপুর হুমায়ন মাষ্টারের বাড়ী হতে কানসাট ইউপি অভিমখে ড্রেন নির্মাণ, ৩)কানসাট ইউপির ৬নং ওয়ার্ড পোড়াগঞ্জ জামে মসজিদ হতে আতাউর এর বাড়ী অভিমূখে রাস্তা এইচবিবি করণ	যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন	১০০মি.	১৫০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৪২৭,৪১৬.০৯	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৪৫	১) মোবারকপুর ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের কলিনগর গ্রামের এন্তাজের বাড়ী হতে শহিদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ, ২)মোবারকপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের রঘুনাথপুর গ্রামের ডালিমের বাড়ী হতে সালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ ৩) মোবারকপুর ইউপির বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নয়ন	১০০মি.	১৫০০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	৩৬২,৪৯৩.০০	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব
৪৬	১) আরসিসি রাস্তার মাথা হতে দারাজ বড়ি মসজিদ অভিমুখী আরসিসি সড়ক নির্মান (অংশ-২), ২) শাহাবাজপুর ইউপির আদর্শ বাজারের পার্শ্বে ঈদগাহের গেট হতে পশ্চিম দিকে পাইপ ড্রেন/ইউ ড্রেন নির্মাণ।	ইউনিয়নের জনগন উপকৃত হবে	১০০মি.	২৫০০০ জন	যোগাযোগ অবকাঠামো	শিবগঞ্জ	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১,৬৫৫,৩৯৯.৯৮	এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ব

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

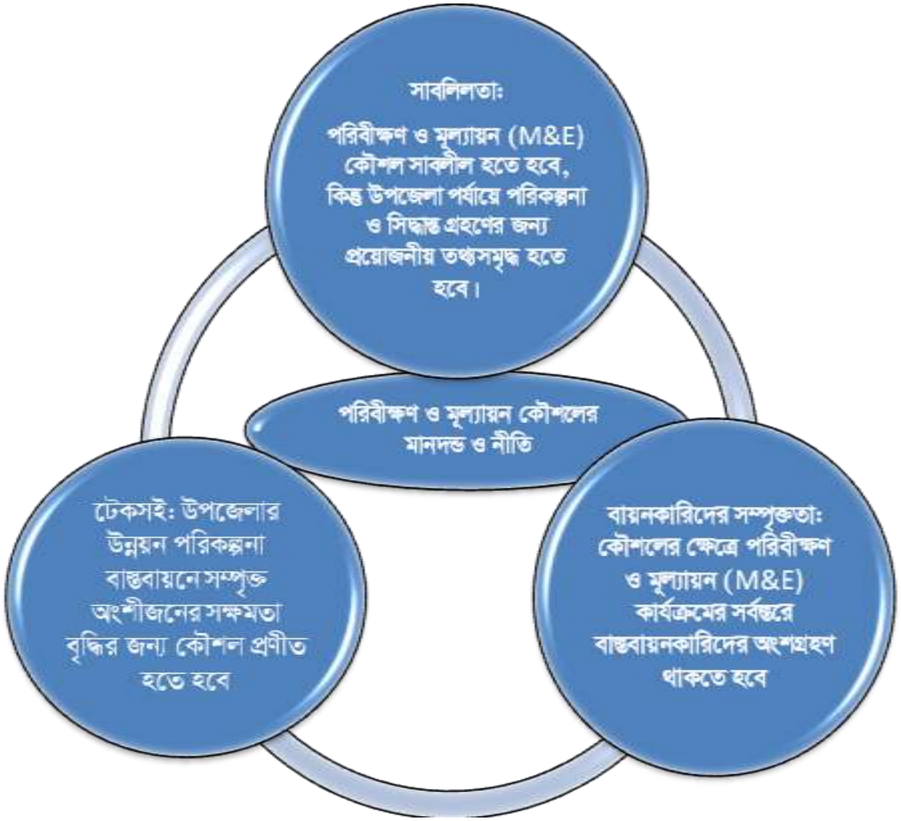

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . . অর্থ বছরের . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							